শান্তিশয্যা।

THE PEACEFUL DEATHBED.

(DEATHBED SCENES OF INDIAN CHRISTIANS.)

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

সংকলিত।

কলিকাতা;

চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

শান্তিশয্যা।

১। পীতাম্বর সিংহ।

জাগুলিনিবাসী নিধিরাম সিংহের তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পীতাম্বর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর বিবাহ হয়, এবং ২০ বৎসর বয়সে ইনি দারোগার পদে নিযুক্ত হন।

পীতাম্বর সিংহ কিছু দিন জনৈক গোস্বামীর সহিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিতেন। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা গিয়াছিল। তিনি বৈরাগির ন্যায় দেশে২ ভ্রমণ ও সত্যধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেন। ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরস্থ ওয়ার্ড সাহেব জনৈক বন্ধুর সহিত সুন্দরবন অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারার্থ গমন করেন। পীতাম্বর সিংহ ইহাঁদিগের নিকটহইতে খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি মুক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত হন। পীতাম্বর সিংহের মৃত্যুর পর এই পুস্তকখানির একখানি নকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ইহা তাঁহারই হস্তাক্ষরীয়। প্রথমে যে ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়, তাহার ইহাতে তাদৃশ ভক্তি হয় নাই। সে পীতাম্বরকে পুস্তকখানি দিয়া অনুরোধ করে, যেন তিনি ছিঁড়িয়া ফেলেন। কিন্তু পীতাম্বর পুস্তক পাঠ করিয়া স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম পবিত্র ও ইহার দ্বারাই পাপির পরিত্রাণ সাধিত হয়। এই রূপ নিশ্চয় জ্ঞান

লাভ হইলে তিনি ইহা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

পুস্তকখানি শ্রীরামপুরে পাদরি সাহেবদের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকের শেষভাগে ইহা পাঠ করিয়া পীতাম্বর সর্ব প্রথমে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। পুস্তকখানি হস্তে করিয়া পাদরি সাহেবদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, "যিনি এই পুস্তকখানি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে চাই।" অনন্তর সাহেবদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, তিনি কৃষ্ণপালের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উত্তম রূপ পরীক্ষাদ্বারা ধর্ম্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পীতাম্বর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জলসংস্কার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

কিছু দিন এই রূপ অবস্থায় থাকিয়া পীতাম্বর শ্রীরামপুর পরিত্যাগ করণকালে সাত দিন পরে ফিরিয়া আসিবেন, এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া যান। তিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আপন পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাঁহার সাত দিনও বিলম্ব হয় নাই। তিনি ১৮০১ সালে জলসংস্কার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীসম্ভুক্ত হন।

বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিবার পর পীতাম্বর সুখসাগর নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কালক্ষেপ করিতেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে তাঁহার কাশির পীড়া হয়। সুতরাং তিনি সুখসাগর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পীতাম্বর শ্রীরামপুরে আসিয়াও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। বরং এখানে তাঁহার

পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। পীড়াশয্যায় তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "আমাদের মধ্যে যদি ভ্রাতৃপ্রেম ও পবিত্রতা অধিক পরিমাণে থাকিত, তাহা হইলে এত দিন কত লোক জীবনদায়ক সুসমাচারে বিশ্বাস করিত"

পীড়ার সময়ে পীতাম্বর হিন্দুদেবদেবীর নামে প্রদত্ত কোন ঔষধ সেবন করিতেন না। এক দিন কোন ব্যক্তি ঔষধ আনিয়া তাঁহাকে সেবন করিতে অনুরোধ করেন। অনুসন্ধান করিয়া তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, কোন প্রসিদ্ধ দেবতার নামে এই ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি অম্লান বদনে বলিলেন,—"শরীরের অনুরোধে আমি ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিতে পারি না।"

১৭ই মে তারিখে ওয়ার্ড সাহেব পীতাম্বরকে দেখিতে যান। এ সময়ে পীতাম্বরের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ওয়ার্ড সাহেবকে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, তিনি বলিলেন,—"আমি যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, তাহা আমার জ্ঞান বা সাধুশীলতাপ্রযুক্ত নহে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহে; তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই সম্ভবে না। সুস্থ হইবার জন্য আমি অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে সমস্তই বৃথা হইয়াছে। ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা। জীবন উত্তম, মরণ আরো উত্তম। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা সম্ভোগ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।" দুঃখে ও যন্ত্রণাতে পতিত হইলে সংসারের মমতা হ্রস্ব হইয়া যায়, এই কথা তাঁহাকে বলিলে, তিনি বলিলেন,—"আমার স্ত্রী, কন্যা এবং জামাতা রহিলেন। তাঁহারা যেন সকলে সুসমাচার গ্রাহ্য করেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা কিছু-

তেই আমার কথায় সম্মত হইলেন না। আমি এক্ষণে তাঁহাদের নিকটহইতে যাইতেছি। আমি এখন তাঁহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি।”

১৮০৪ সালের ২০শে আগষ্ট পীতাম্বর সিংহ পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে তিনি ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে শান্তির অভাব ছিল না। তিনি দুই এক বার ওয়ার্ড সাহেবকে বলিয়াছিলেন,—“শারীরিক কষ্টপ্রযুক্ত আমি অসুখী নহি। আমার আত্মা সর্ব্বদাই সুখী।” প্রেরিতদিগের প্রত্যেক পত্রে যে আশীর্ব্বাদ আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক বার বলিয়াছিলেন, “শান্তি, শান্তি; সেই শান্তি আমি এক্ষণে অনুভব করিতেছি।” তিনি অনেক বার আপনার কন্যাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পীড়ার ভয়ানক বৃদ্ধি দেখিয়া সকলেই মনে করিলেন, তাঁহার কন্যাকে আনয়ন করা বৃথা।

যে দিন পীতাম্বর পরলোকগত হন, সেই দিন প্রাতঃকালে কয়েক জন ভ্রাতা তাঁহার নিকটে বসিয়া গীতগান করিয়াছিলেন। “যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুতে অনন্ত জীবন,” এই ধুয়াসম্বলিত গীতটী শ্রবণমাত্র তাঁহার চক্ষুহইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অশ্রুধারা—বহুমূল্য অশ্রুধারার সহিত সহাস্য মুখে মহাত্মা পীতাম্বর সিংহ মৃত্যুরূপ উপত্যকাপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া দুগ্ধমধুপ্রবাহী স্বর্গীয় কনানে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুশয্যার নিকটে ছিলেন, তাঁহারা অনেক ক্ষণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পীতাম্বর বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে পীতাম্বরের ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

মৃত্যু সকলেরই হয়—ধার্ম্মিকেরও হয়, অধার্ম্মিকেরও হয়; হিন্দুরও হয়, খ্রীষ্টীয়ানেরও হয়। খ্রীষ্টীয়ান ভিন্ন অন্য সকলে মৃত্যুকে ভয় করে, মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠে, মৃত্যু গালি বিশেষ; কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। খ্রীষ্টীয়ানের বিশ্বাস এই, মৃত্যু তাহার পিতার ভবনে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। মৃত্যুরূপদ্বার উত্তীর্ণ হইলে সে স্বর্গীয় পিতার আনন্দভবনে গমন করে। এই জন্য মৃত্যুকে সে ভয় করে না; বরং সাদরে আলিঙ্গন করে।

২। কৃষ্ণপ্রসাদ।

নবদ্বীপের অন্তর্গত ভালুকা নামক গ্রামে কৃষ্ণপ্রসাদের জন্ম হয়। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। ১৮০১ সালের ২২ জানুয়ারি বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণদ্বারা তিনি খ্রীষ্ট মণ্ডলী-সভুক্ত হন। তিনি খ্রীষ্টাশ্রিত বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথম ফলস্বরূপ। পূর্ব্বে লোকে বলিত, নিকৃষ্ট জাতীয় হিন্দুরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কখন করিবে না। কৃষ্ণপ্রসাদ বাপ্তাইজিত হওয়াতে সেই বিপক্ষেরা অপ্রতিভ হইয়াছিল। তিনি মরণ পর্য্যন্ত প্রভুর বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তিনি ওয়ার্ড সাহেবকে বলেন,—“আমি নূতন ধর্ম্মনিয়ম প্রথমহইতে শেষ পর্য্যন্ত দুই বার পাঠ করিয়াছি।” ওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে যশোহরে যাইবার সময়ে তিনি হিতোপদেশ ও দায়ূদের গীত পাঠ করিতেন। মোশিলিখিত পঞ্চ পুস্তকের অধিকাংশ তিনি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। আত্মীয়গণের পরিত্রাণের

নিমিত্ত তাঁহার বড়ই ভাবনা ছিল। ১৮০৩ সালে দিনাজপুর যাত্রাকালে তাঁহার পীড়া আরম্ভ হয়, তিনি বহু দিবস এই পীড়াতে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এক দিন বিশ্রামবারের সায়ংকালে ওয়ার্ড সাহেব কৃষ্ণ-প্রসাদের পরমার্থিক আশা ভরসার বিষয় জিজ্ঞাসা করি-লেন। প্রভু যীশু যে সম্পূর্ণ পরিত্রাণকর্ত্তা, এ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রসাদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহার ভয় এই ছিল, পাছে তিনি যীশুহইতে অন্তরে যান। তাঁহার এই ভয় দূর করিবার জন্য ওয়ার্ড সাহেব অনেক সান্ত্বনাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৮০৬ সালের জুলাই মাসে নৌকা করিয়া তিনি বহরমপুরে গমন করেন। ১৪ জুলাই বহরম-পুরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

যাহাদের অন্তরে পরকালে ঈশ্বরসহবাসের, স্বর্গীয় পবিত্র আনন্দ সম্ভোগের আশা নাই, তাহাদের অন্তর জড়বৎ। কৃষ্ণপ্রসাদের অন্তরে আশা ছিল। যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ করাতে তাঁহার মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাই তিনি অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

৩। নন্দকিশোর।

১৮১২ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে নন্দকিশোর পর-লোক প্রাপ্ত হন। ইনি জ্বর ও কাশিতে বড় যন্ত্রণা পাইয়া-ছিলেন। পীড়ার প্রথম সপ্তাহে ঔষধাদি ভক্ষণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে যখন বুঝিলেন যে, ঔষধে কোন ফল দর্শিতেছে না, তখন স্ত্রীকে বলিলেন,—"আর ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি আর অধিক ক্ষণ বাঁচিব

না। আমাকে স্বর্গে লইবার জন্য আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা হইয়াছে। মরিব বলিয়া ভয় পাইতেছি না। মরিবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আমি মহাপাপী, কিন্তু যীশুর রক্তে আমার পাপ সমস্ত ক্ষমা হইয়াছে, এই জন্য মনে শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমার পরিবর্ত্তে মৃত্যুভোগ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমার সর্ব পাপ ক্ষমা হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নন্দকিশোর তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিলেন, "তোমরা কেঁদো না। আমি অল্প দিনের জন্য তোমাদের কাছ থেকে যাচ্ছি। তোমরা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর হও।" তিনি সুস্থ অবস্থায় সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ পাঠ করিতেন; অসুস্থ অবস্থায়ও ধর্ম্মপুস্তক সর্বক্ষণ তাঁহার বিশেষ সঙ্গী ছিল। কোন বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলে, তিনি আপনার মনঃপরিবর্ত্তনের বিবরণ বলিতেন। ইনি সজ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নন্দকিশোর, তুমি ধন্য; আহা, যাহারা মৃত্যুকালে জানিতে পারে যে, প্রভু যীশুর শোণিতে তাহাদের পাপ ক্ষমা হইয়াছে, তাহারাই ধন্য। মর্ত্ত্যবাসিরা বলে, তুমি মরিয়াছ, কিন্তু যীশুর দ্বারা তুমি অনন্তজীবী হইয়াছ।

৪। কৃষ্ণদাস।

কলিকাতার অনতিদূরে রামকৃষ্ণপুর গ্রামে কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল। রামকৃষ্ণপুরে তাঁহার একখানি দোকান ছিল, তাহা লাভ হইতেই তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হইত। এই সময়ে কৃষ্ণদাস হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া

ছিলেন। এক দিন শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাহেব, এই স্থানে সুসমাচার প্রচার করিবার মানসে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক বিতরণ করেন। পরিশেষে তাঁহারা গ্রামস্থ লোকদিগের উপকারার্থ একখানি নূতন ধর্ম্ম-নিয়ম প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রামের মধ্যে যে উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারে, তাহার নিকট এই পুস্তক-খানি থাকিবে, এবং গ্রামের লোকদিগকে সে ইহা সময়ে ২ পাঠ করিয়া শুনাইবে, এই রূপ স্থির হইল। সাহেবের এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে, কৃষ্ণদাস এই পুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং সেই সময়ে তিনি এমনও প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট পাঠ করিবেন। এই অমূল্য ধনরূপ ঈশ্বরপ্রণীত পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র কৃষ্ণদাসের নিকট দুই বৎসর থাকে। এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি এই ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত অন্য নানা প্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করেন। শাস্ত্র পাঠ করিয়া, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা মহাপাপী, দেবপ্রতিমা তাঁহাদের কোনই মঙ্গলপ্রদানে সমর্থ নহে; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টই একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা এবং ঈশ্বরের নিকট যাইবার অনন্যপথ।

এই রূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে প্রেম করি-তেন এবং প্রভুও তাঁহাকে আপন অঙ্গীকৃত বিশ্রামদান করিয়া শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহ-ধর্ম্মিণী ও দুইটী পুত্রও প্রভুতে বিশ্বাস করিয়াছিল। প্রভু-

হইতে এই সকল উপকার পাইয়া কৃষ্ণের মন যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতারসে আপ্লাবিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিবার পর কৃষ্ণ সুসমাচার প্রচার করিতেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুর মণ্ডলীর পরিচারক, তৎপরে প্রচারকপদে অভিষিক্ত হন। তিনি প্রথমে গোয়ালটী ও তৎপরে উড়িষ্যা প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য করেন।

কৃষ্ণ পীড়িত হইয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাগত হন এবং তৎপরে নিজ গ্রাম রামকৃষ্ণপুরে গমন করেন। ১৮১৩ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়ার্ড সাহেব কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য অনেক বার যাইতেন। কৃষ্ণের মন স্থির ছিল। পীড়াশয্যা বাস্তবিকই তাঁহার সুখের শয্যা হইয়াছিল। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি প্রভুর নিকট প্রার্থনা ও গীতগান করিতেন। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে যাঁহারা উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ ২ অনুরোধ করিতেন, যেন তাঁহারা যীশুকে আপনাদের অন্তঃকরণ দেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন সেবকরাম নামক জনৈক খ্রীষ্টীয়ান তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের মৃত্যুর এই রূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ;—

"যে দিন কৃষ্ণ পরলোকগত হন, সেই দিন আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আহ্বান করেন। প্রথম যখন তিনি আমার কথা উল্লেখ করেন, তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলেন যে, আমি গঙ্গার পার হইতে আসিতে পারি নাই। এই কথা শেষ হইলে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করেন। আমি রাত্রিতে তাঁহাকে দেখিতে যাই। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেমন আছেন? তাহাতে

তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, 'আমি ভাল আছি, কিন্তু এই জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি, আমার পিতার গৃহে গমন করিতেছি। তুমি আমার নিকট থাক, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।' এই কথা বলিয়া তিনি করযোড় করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহার পর আমি দুইটী গীত গান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। বোধ হইল, তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া বলিলাম যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে নির্ম্মল জীবনবারি প্রদান করিয়াছেন।

"এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'হাঁ, ভ্রাতঃ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বাস্তবিকই ঈশ্বরের পুত্র; ইহা আমি বিশ্বাস করি।' তৎপরে আবার তিনি বলিলেন, 'পাপিদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ধন্য—তিনি ধন্য।' তিনি আরো কহিলেন,—'হাঁ, এই সকল কথা মিষ্ট! তিনি আমার পরিত্রাণকর্ত্তা।'"

পরদিন প্রাতঃকালে, "তিনি আমার জ্যোতিঃ এবং আমার পরিত্রাণ," এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিয়াই চিরকালের নিমিত্ত এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তি জগত্রাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, ও পবিত্র আত্মাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, সে যে কেবল নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাহা নহে। সে পীড়ার যাতনা সময়েও বলিতে পারে, "আমি ভাল আছি।" কেননা সে এই সকল যাতনা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেবল ঊর্দ্ধ লোকের আকাঙ্ক্ষায় থাকে। কৃষ্ণদাস সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠদ্বারা যীশুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দেবপূজাদ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণ পরলোকসম্বন্ধে এতাদৃশ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণদাসের চরিত্রে আর একটী শিক্ষা পাওয়া যায়। তাহা এই, মরণ পর্য্যন্ত প্রার্থনাপরায়ণ থাকা ভক্তের উচিত। মৃত্যুকালে মন অধিক চঞ্চল হয়। সে সময়ে স্খলিত হই-বার অধিক সম্ভাবনা।

৫। সীতারাম।

সীতারাম কৃষকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, লেখা পড়া জানিত না। ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে সীতা-রাম শ্রীরামপুরে আগমন করে। ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরীদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। জীবনদায়ক সুসমাচারের কথা শ্রবণ করিবার জন্যই সে ৩০। ৪০ ক্রোশ-হইতে শ্রীরামপুরে গমন করে। ইহা ভিন্ন আর তাহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই স্থানে কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সে বাপ্তাইজিত হয়। ১৮১২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে সীতারাম আপনার বন্ধু প্রীতিরামের গৃহে গমন করে। ৩১শে তাহার পৃষ্ঠে ভয়ানক বেদনা হয়; এই বেদনা-তেই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। সকলেই তাহার বাঁচিবার আশা পরিত্যাগ করিল। প্রাণকৃষ্ণ নামক জনৈক বন্ধু এই সময়ে তাহার নিকট প্রার্থনা করেন। প্রীতিরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, "ভাই, তুমি কি মরিবার জন্য প্রস্তুত আছ?" সীতারাম উত্তর করিল, "হাঁ"। ২৫শে তারিখে সীতারামের পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, সকলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। প্রার্থনা ও গীত গান হইলে, সে শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রত্যেকের হস্তে হস্ত দিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। তৎপরে

সে বলিল, "আমার জন্য তোমরা কেহ ভাবিত বা ভীত হইও না। আমি বেশ ভাল আছি।" এই কথা বলিয়া আবার সে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষ হইলে প্রীতিরাম জিজ্ঞাসিল, "ভাই, তোমার কি পরিত্রাণের আশা আছে?" সীতারাম উত্তর করিল, "হাঁ, যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমার পরিত্রাণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।" প্রীতিরাম আবার জিজ্ঞাসিল, "তুমি এখন আপন পরিত্রাণকর্ত্তার বিষয় ভাবিতেছ?" সে উত্তর করিল, "হাঁ, আমি তাঁহার নিকট গমন করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমার কোন ভয় নাই।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রীতিরাম জিজ্ঞাসিল, "কাহার দ্বারা তুমি পরিত্রাণ পাইবার আশা করিতেছ?" সে উত্তর করিল, "যীশু খ্রীষ্টই আমার একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা।" এই কথা বলিয়া সীতারাম বন্ধু বান্ধবদিগের প্রার্থনা ও খ্রীষ্টসঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিল। তৎপরে বলিল, "আমার জন্য কেহ ভয় করিও না। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের নিকট আমি গমন করিতেছি। আমার বিষয়ে তোমরা ভীত হইও না। আমি কখনও বিনষ্ট হইব না। তোমরা একত্র হইয়া আমার বাটীতে যে প্রার্থনার সভা করিতে, তাহা যেন উঠিয়া না যায়।" এই কথা কয়েকটীই সীতারামের শেষ কথা। আর সে কোন কথা কহে নাই।

সীতারাম, যীশু খ্রীষ্ট তোমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বটেন। রাজাধিরাজ যে বস্তু পায় না, তুমি সামান্য কৃষিজীবী হইয়াও সেই বস্তু পাইয়াছিলে। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় যীশুকে "আমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা" বলিতে পারে, সে কৃষক হইলেও অতুল ধনী। যীশু জগতের সমস্ত পাপিরই

ত্রাণকর্ত্তা। তিনি পাপির জন্য আপনার প্রাণ দানদ্বারা মহা-নরমেধ যজ্ঞ সাধন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া, এ জগৎ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি পরজগতে পরম সুখী। মরণকালে যে ব্যক্তি যীশুগুণ গান করিতে২ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহারই জন্ম সফল।

৬। ভারত।

১৮১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এই সালের আগষ্ট মাসে উপাসনাগৃহহইতে যাইতে যাইতে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হয়েন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি সর্ব্বদা খ্রীষ্ট সংগীত গান করিতেন, এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যে পাপির পরিত্রাণ হয়, ইহা সর্ব্বদা বলিতেন।

যে যাহাকে ভাল বাসে, সে কথায়২ তাহার গুণগান করে। যে ব্যক্তি যীশুকে বাস্তবিক ভাল বাসে, সে তাঁহার গুণ গান না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য, সে খ্রীষ্টকে যথাসাধ্য প্রচার করে। খ্রীষ্টকে প্রচার করা খ্রীষ্টীয়ানের প্রধান কর্ত্তব্য। ভারত মৃত্যুকালেও এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৭। কৃষ্ণচন্দ্র পাল।

চন্দননগরস্থ বড়গ্রামে কৃষ্ণ পালের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম মুলুকচাঁদ পাল। কৃষ্ণ সূত্রধরের কর্ম্ম শিখি-য়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক দিন বাজার দিয়া

যাইতে২ ডাক্তার টমাস্, ওয়ার্ড ও আর এক জন সাহেবের সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। সাহেবেরা এই সময়ে বাজারে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন, কৃষ্ণকে ডাকিয়া টমাস্ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "ভট্টাচার্য্যদিগের টোল কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন, "টোল বল্লভপুরে।" সাহেব আবার জিজ্ঞাসিলেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে গিয়া ফিরিয়া আসা যায়?" কৃষ্ণ বলিলেন, "না, তাহা বোধ হয় পারিবেন না।" টমাস্ সাহেব আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে সুসমাচার শ্রবণ করিতে আহ্বান করিলেন। কৃষ্ণ সাহেবের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা কি প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এবং কি প্রকারেই বা সেই প্রায়শ্চিত্তের গুণে পাপের ক্ষমা লব্ধ হয়, তাহা উত্তমরূপে সাহেব কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করিলেন। এই জীবনদায়ক সুসমাচার শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, সে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইল। প্রচার শেষ হইলে কৃষ্ণ সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্তবিধি নাই, এবং পাপের ক্ষমা লাভ করিবারও প্রকৃত উপায় পাইতেছি না। আমি বিশেষ মনোযোগসহকারে দেখিয়াছি যে, আমার আত্মীয়েরা এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করে না। এখন কি উপায়ে এই শুভসংবাদ পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে পারিব, তাহাই আমি চিন্তা করিতেছি।" সুসমাচারে কৃষ্ণের মন আকর্ষিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সুসমাচার ঈশ্বরের বাক্য। বিশেষতঃ ইংরাজদিগের নিকট সুসমাচার শ্রবণ করাতে তাহার মন বিস্ময়পূর্ণ হইয়াছিল। কৃষ্ণ সাহেবদিগের নিকটহইতে বিদায় গ্রহণ

করিয়া বাটীতে গিয়া আত্মীয়বর্গের নিকটে সেই দিবসের ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিলেন।

এই রূপ অবস্থায় আর একটী অভাবনীয় ঘটনার দ্বারা কৃষ্ণ পালের আত্মার বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। এক দিন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইবার সময়ে তাঁহার পা পিছ-লইয়া যায়, এবং তাহাতে তিনি ভূতলশায়ী হইয়া পড়েন। এই প্রকার অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সন্ধিস্থল ভগ্ন হয়। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে, শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবদের মধ্যে এক জন সাহেব ডাক্তারি জানেন, এবং তিনি ঔষধ দিয়া থাকেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র কৃষ্ণ পাল আপন কন্যা ও জনৈক বন্ধুর এক পুত্রকে সাহেবদিগের নিকট প্রেরণ করেন। যে সময়ে ডাক্তারের নিকট সংবাদ পঁহুছে, সে সময়ে তিনি ভোজনে বসিতেছিলেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র অনতিবিলম্বে ডাক্তার কেরি কৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হন। এই দিন সায়ংকালে ডাক্তার কেরি ও মার্সমান সাহেব কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে আইসেন। প্রত্যাগমন কালে এক একখানি পুস্তক এই পীড়িত ব্যক্তিকে ও অন্যান্য উপস্থিত দর্শকদিগকে দিয়া যান। কিছু দিন পরে কৃষ্ণ পাল কাহারও নিকটে বলিয়াছিলেন, "এই ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, যে কেহ পাপ স্বীকার ও ত্যাগ করে, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিক-তাতে বিশ্বাস করে, সে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যে দিন আমার দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগে, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার কেরি সাহেব আমাকে দেখিতে আইসেন এবং বলিয়া যান, আমি তাঁহার বাড়ী গেলে তিনি আমাকে ঔষধ দিবেন। এইরূপে কয়েক দিন পর্য্যন্ত ঔষধ আনিয়া আহত স্থানে

লেপন করিতে২ আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম। কিন্তু আমি পাদরি সাহেবদিগের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করি নাই। কেরি ও ওয়ার্ড সাহেব উভয়ে আমাকে ধর্ম্মপুস্তক শিক্ষা দিতেন। এক দিন পাঠ সাঙ্গ হইলে সাহেবদিগকে বলিলাম, আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি। তিনি আমার পাপের নিমিত্ত আপন প্রাণ ক্রুশে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহা আমি ও আমার বন্ধু গোকুল, উভয়েই বিশ্বাস করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ডাক্তার টমাস্ বলিলেন, 'এস, তবে আমরা প্রেমে একত্রে ভোজন করি।' এই সময়ে দুই প্রহর বেলার জলপানের উদ্যোগ হইতেছিল। পাদরি সাহেবেরা ও তাঁহাদের পরিবারস্থগণ আমার ও গোকুলের সহিত একত্রে ভোজনে বসিলেন। সাহেবদের খানসামারা শ্রীরামপুরে সকলকে বলিয়া দিল যে, আমি ও গোকুল সাহেবদিগের সঙ্গে ভোজন করিয়া সাহেব হইয়া গিয়াছি। সকলে এই ঘটনা জানিতে পারাতে আমাদের প্রতি অত্যন্ত তাড়না আরম্ভ হইল।"

তাড়নাপ্রযুক্ত কৃষ্ণ সপরিবারে পাদরি সাহেবদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তৎপরে ১৮০০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ শে তারিখ রবিবারে কৃষ্ণ সকলের সম্মুখে বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ-দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্ভুক্ত হন। গোকুল ও কৃষ্ণের পরিবার লজ্জা-প্রযুক্ত এই দিন বাপ্তাইজিত হয় নাই, কিন্তু পরে তাহারাও বাপ্তিস্মসংস্কার গ্রহণ করে।

বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিবার কতক বৎসর পর কৃষ্ণ প্রচারকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি নানা স্থানে জীবন-দায়ক বাক্য প্রচার ও ক্ষুদ্র২ গ্রন্থ বিতরণ করিতেন। ১৮২২ সালের ২১ শে আগষ্টের মধ্যাহ্নে হঠাৎ কৃষ্ণ বিসূচিকা রোগ-গ্রস্ত হন। ইহার পর দুই দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন।

যাহারা কৃষ্ণের মৃত্যুশয্যার নিকটে ছিল, তাহারাই তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ রূপে আপন আত্মা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, " ভাই কৃষ্ণ, প্রভুকে কি ভাল বাস?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার প্রেম অপেক্ষা আমার প্রতি তাঁহার প্রেম অনন্ত অধিক।" মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিলে মস্তক আন্দোলন করিয়া তিনি আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তৎপরে বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিয়া চিরকালের নিমিত্ত এ জগৎ পরিত্যাগ করিলেন। বঙ্গদেশে কৃষ্ণ প্রথম হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

কৃষ্ণ আপনার অন্তরে অনুবোধ করিয়াছিলেন যে, আমরা যীশুকে যত ভাল বাসি, যীশু তাহা অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক ভাল বাসেন। যীশু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া, কৃপাবশতঃ নরদেহ ধারণ করিয়া জগতে আসিয়া, মনুষ্যকে পাপহইতে নিস্তার করিবার জন্য, প্রাণদান করেন; আমরা কেন তাঁহাকে ভাল বাসিব না? কিন্তু আমরা পাপী, মহাপাপী, ঈশ্বর-বিদ্রোহী; তথাপি যীশু আমাদিগকে এত ভাল বাসেন যে, আমরা যীশুকে তত ভাল বাসিতে পারি না। ইহাও যীশুর মহাদয়া। কৃষ্ণ এই দয়ার উপলব্ধি পাইয়াছিলেন। যে ভক্ত আপনার অন্তঃকরণে এই অনুবোধ প্রাপ্ত হয়, তাহার মন স্বর্গধামে গমনের আকাঙ্ক্ষা করে। যত কাল ঈশ্বর তাহাকে ইহজগতে রাখেন, তত কাল সে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সেবা করে; আর মৃত্যুকালে, চিরবাঞ্ছিত রাজ্যে যাইতেছি, বলিয়া তাহার হর্ষ উপস্থিত হয়। প্রতিমাপূজকেরা বিশ্বাস করে, মরিলে পুনরায় জন্ম হইবে—কি জন্ম হইবে, ভাবিয়া মৃত্যু-

কালে তাহাদের মন অস্থির হয়। কিন্তু খ্রীষ্টভক্ত বিশ্বাস করে যে, মরিলে আর জন্ম নাই—অনন্তকাল ঈশ্বরের আবাসে পবিত্র আনন্দে বাস করিতে হইবে। এই ভাবিয়া মরণ কালে তাহার আনন্দ উথলিয়া উঠে।

৮। হলধর।

ইনি শ্রীরামপুরে বাপ্তিস্মসংস্কার প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুকালে ইনি রামরতন নামক জনৈক খ্রীষ্টভক্তের সহিত প্রভু যীশুর অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যসম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন। প্রভুর অনুগ্রহেই ইনি হিন্দুধর্ম্মের ঘোর অন্ধকার-হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিতে আনীত হইয়াছিলেন। আপনি যে মহাপাপী, তাহা হলধর কখন বিস্মৃত হইতেন না। যখন তিনি পীড়ার মহাযন্ত্রণায় কাতর হইতেন, তখন বলিতেন, "আমি ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হইতেছি, আমার পক্ষে ইহা অসহ্য; প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাকে ধৈর্য্যশক্তি দেন।" মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেই হলধর জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তাঁহাকে আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না এবং তাঁহার পীড়াও আরোগ্য হইবার নয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জনৈক ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন, "ভাই, কেমন আছ?" তিনি বলিলেন, "আমি অত্যন্ত পীড়িত, বড় ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। আমি এই মাত্র শয়তানের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম; (হস্ত উত্তোলন করিয়া) কিন্তু তাহাকে জয় করিয়াছি। বাইবেল আমার অস্ত্র, খ্রীষ্ট আমার বল।" স্বর্গগমনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা করিয়া, ডগলাম সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,

"তোমার বাড়ী কোথায়?" হলধর সহাস্য মুখে বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি জানেন, আমার বাড়ী কোথায়—আমার বাড়ী স্বর্গে। খ্রীষ্ট কি বলেন নাই, 'আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি'? এখন স্থান প্রস্তুত হইয়াছে এবং আমি যাইতেছি।" প্রার্থনার পর ডগ্‌লাস সাহেব বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা শুনিয়া হলধর, ক্রন্দন করিতে২ বলিলেন,—"হাঁ, আশা আছে, আপনার সহিত স্বর্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।" এই রূপ কথোপকথনের পর তিনি রামরতনের সহিত আপন বিগত পাপ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, পাপপ্রযুক্ত আর দণ্ডের যোগ্য নহেন, কেননা যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার পরিত্রাণকর্ত্তা এবং তাঁহাতেই তিনি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া থাকেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি প্রকৃতভাবে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, নিস্তব্ধ ভাবে আপন শয্যায় শায়িত ছিলেন। পাপের ক্ষমা লাভ করিবার নিমিত্ত ও পরিত্রাণকর্ত্তার নিকট স্থান পাইবার জন্য তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রার্থনা শেষ হইবার মিনিট কতক পরেই তিনি প্রভুর ক্রোড়ে নিদ্রাগত হইলেন।

শাস্ত্রে পাঠ করি, কোন ভক্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমার মরণ যেন সাধু লোকের মরণের ন্যায় হয়। ইহার অর্থ এই, আমি যেন মনের শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। মরণকাল অতি ভয়ানক; যত চিন্তা, যত ভয়, যত অনুতাপ, সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জগৎত্রাতা প্রভু যীশুর শোণিতের দ্বারা আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষমা লাভ করিয়াছে, তাহার মনে এ সকল উপস্থিত হয় না। কারণ

যীশুদত্ত পবিত্র আত্মা তাহার হৃদয়ে বাস করাতে, সে এমন ভয়ানক কালেও শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে থাকে। যীশু, যে যীশু নরদেহ ধারণ করত এই জগতে আসিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেন, সেই যীশু স্বর্গে তাহার জন্য বাটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সে কেবল সন্তুষ্টমনে সেই স্থানে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করে। এ জগৎ—যে জগৎ সাংসারিক লোকে ছাড়িতে চাহে না, যে জগৎ ছাড়িতে হইলে সাংসারিক-মনা লোকের মনে কত কষ্ট উপস্থিত হয়—সেই জগৎ যীশু-দাসের প্রবাসস্থান; পিতার বাটী নহে। তাহার বাটী স্বর্গে। যীশুদাস এ জগতে যেমন সহদাসদিগের সহিত একত্রে যীশুগুণ-গান করে, পরজগতে গিয়াও তেমনি করিবে। যাহারা যীশুভক্ত, বাঙ্গালি হউক, ইংরাজ হউক, একত্রে ঈশ্বরের আবাসে বাস করিবে। যাহারা যীশুভক্ত, রাজা হউক, প্রজা হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, একত্রে স্বর্গে নিরন্তর থাকিবে। আহা, কি অকথ্য সুখ!

৯। তনূ।

তনূর পীড়ার সময়ে রামদয়াল নামক জনৈক প্রভুভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, এবং আত্মার আস্থা ও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আপন প্রাণ দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার পাপ ক্ষমা হইবে; ইহা তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রভু যীশু ভিন্ন আর কোন পরিত্রাণকর্ত্তা নাই। কোন লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি

IMPERIAL

গীতের ভিন্ন ২ পদ আবৃত্তি করিয়া আপনার অবস্থার সহিত খাটাইতেন। তহু লেখা পড়া জানিতেন না। তজ্জন্য অন্য ২ ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে আসিতে বলিতেন, ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শ্রবণ ও পীড়ার শেষভাগে গীত গান ও প্রার্থনা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। হলধর সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিতেন। এক দিন হলধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাই, প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কি প্রস্তুত আছ?" তহু উত্তর করিলেন, "প্রভুই আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইবেন।" মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। এই সময়ে, যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতেন, "তুমি প্রভু যীশুকে জান?" তাহা হইলে তিনি বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া দেখাইতেন। বাস্তবিক প্রভু তাঁহার নিকট বহুমূল্য ছিলেন।

১০। জগদম্বা।

১৮২১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে নীলমণির মাতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। নয় বৎসর পূর্ব্বে জগদম্বা বাপ্তিস্ম সংস্কার প্রাপ্ত হন। এই নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার চারি পুত্র, দুই কন্যা এবং দুই ননন্দা বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণদ্বারা খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হন। জগদম্বা কায়স্থ বংশোদ্ভবা ছিলেন। তাঁহার স্বামী ভয়ঙ্কর কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক। মৃত্যু সময়ে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তহইতে কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করিয়াছিলেন, কেননা খ্রীষ্টীয়ান হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার জাতি গিয়াছিল।

পীড়া গুরুতর হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া জগদম্বা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "তোমরা আনন্দ কর, কেননা আমি আপন প্রভুর নিকট যাইতেছি।" সন্তানদের অবকাশ হইয়াছে দেখিলে, তিনি তাহাদিগকে আপনার নিকটে বাইবেল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। জগদম্বার স্বভাব কিছু উগ্র ও প্রচণ্ড ছিল। কিন্তু পীতাম্বর ও নীলমণি নামক দুই পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি নম্র প্রকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আপনার সন্তান সন্ততিদিগকে ক্ষমা ও ক্ষতি সহ্য করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি সর্বদা বলিতেন, "আমি আর পৃথিবীর ভার বহিতে পারি না। এখন প্রভুর নিকট যাইতে চাই।" "কাহার উপর তোমার ভরসা আছে," এই কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর করিতেন, "আমি মহাপাপী, প্রভু যীশুই আমার আশা ও ভরসা।" উপাসনালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত বলবতী ছিল, পীড়াশয্যায় শায়িত হইয়াও তথায় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে সান্ত্বনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন,—"তোমরা কাঁদিতেছ কেন? বরং প্রার্থনা কর, মৃত্যুসময়ে আমি যেমন ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্ভোগ করিতেছি, তেমনি যেন তোমরাও সম্ভোগ কর।" তৎপরে তিনি এক একটী সন্তানকে পৃথক ২ আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা মন্দ লোকের সংসর্গ করিও না, মিতব্যয়িতা শিক্ষা কর, এবং ভজনালয়ে উপাসনায় যাইও" ইত্যাদি। তিনি স্বয়ং গীত গান করিতে পারিতেন না, কিন্তু আপনার সন্তানদিগকে গীত গান করিতে

বলিতেন। যখন তাঁহার সন্তানেরা গীতগান করিতেন, তিনি স্বর মিলাইবার জন্য করতালী প্রদান করিতেন। এক দিন রাত্রে কমল নামক তাঁহার একটী পুত্র নিকটে বসিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কমল বসিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "শোও নাই কেন?" "মন দুঃখেতে পূর্ণ, সুতরাং নিদ্রা আইসে না।" এই কথা শুনিয়া, তিনি বলিলেন, "তুমি কেন আমার জন্য দুঃখ কর। আমার দুঃখ কিসের? খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তিনি আমাদের জন্য কি না সহ্য করিয়াছেন?" এই কথা শেষ হইলে তাঁহারা উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"মা, আপনি আমাদের এত ভাল বাসিতেন! কিন্তু বোধ হইতেছে, এখন আমাদের প্রতি আপনার আর সেরূপ ভালবাসা নাই। কেন, মা এমন হইল?" মাতা উত্তর করিলেন,—"আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া যাইতেছি; তিনি আমা অপেক্ষা অধিক ও সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগকে ভাল বাসেন।" এই সময়ে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি ক্রন্দন করিতেছিলেন। সকলের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কেন এ প্রকারে কাঁদিতেছ? তোমরা আমার বাধাস্বরূপ হইতেছ কেন? এ প্রকারে না কাঁদিয়া বরং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ও প্রার্থনা কর—বিশেষ আমার জন্য প্রার্থনা কর।"

জগদম্বা পীড়াজনিত কষ্টে কখনই অভিভূত হয়েন নাই। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যাকে নানা প্রকার উত্তম উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহারা যেন আপন২ আত্মীয় স্বজন অপেক্ষাও ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসে, পুনঃ২ এই অনু-

রোধ করিতেন। অনেক বার মরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা শুনিয়া কয়েকটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিলেন,—"পুনঃ২ এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ চিন্তা করিতেছ;" এই কথা শুনিয়া তিনি ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে বলিলেন,—"আমি প্রভুর দয়া পাইয়াছি—প্রভু আমাকে ডাকিতেছেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ আমি পাইয়াছি—তাহাই খাইতে এত ব্যগ্র হইয়াছি।" যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই রাত্রিতে কয়েক জন ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণ সকলেই নিকটে ছিলেন। তিনি সমস্ত সময়ই প্রার্থনা ও গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। "যীশুর মৃত্যুতে অনন্ত-জীবন হয়," এই ধুয়াসম্বলিত গীতটী বিশেষ রূপে তাঁহার নিকট গান করা হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া অতি প্রত্যূষে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার অনন্ত ভবনে উপস্থিত হয়েন।

যে দেবতার নামানুসারে পিতামাতা জগদম্বার নাম রাখিয়াছিলেন, সেই দেবতার সেবা করিলে জগদম্বা এমন শান্তিতে কখনও মরিতে পারিতেন না। তিনি মরণকালে বলিতেন, "তোমরা আমার জন্য দুঃখ কর কেন? বরং আনন্দ কর। আমি পিতার ভবনে যাইতেছি।" হিন্দু রমণীরা পিতার বাটীতে যাইতে বড় আনন্দ করেন। শ্বশুরালয়ে শাশুড়ীর তাড়না, ননান্দাগণের জ্বালাতনে কুলবধূদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। এই জন্য, যখন পিতার বাটীতে যাইবার সময় হয়, তখন তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না। জগদম্বা হয়ত প্রথম বয়সে এ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে জগতের যাতনা হইতে উদ্ধার হইয়া পিতার অনন্ত ভবনে গমনকালে তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদয় হইল।

১১। অলকা।

অলকা জগদম্বার কন্যা। ইনি চারি বৎসর বয়সের সময়ে বিধবা হয়েন। বিবাহের দিন ব্যতীত তিনি কখনই স্বামির মুখ দর্শন করেন নাই। তিনি মাতার মৃত্যুর দেড় মাস পড়ে ৩২ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিতা হন।

পীড়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিলে, তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতাসম্বন্ধে সর্বদা উপদেশ দত্ত হইত। এই রূপ কথা উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতেন,—"তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাইতেছ? আমার ইচ্ছা এই, যেন মাতার নিকট যাইতে পারি।" যদি কেহ তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত, তিনি তাহাকে প্রভু যীশুর যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেন। প্রভু যীশু যে একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, ও তিনিই তাঁহার একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন। পীড়ার সময়ে অলকা ব্যগ্রতা সহকারে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। আপনার ভ্রাতৃগণকে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেন, যেন তাহারা তাঁহার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে; ভ্রাতারা ক্লান্ত হইলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না।

মৃত্যু স্থির হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "স্বর্গ প্রবেশ করিবার তোমার যে অধিকার হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে দেখাইবে?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কেন, আমি বলিব, আমি পুত্তলিকা পূজা করি না, আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাসী—খ্রীষ্ট আমার জন্য আপন প্রাণ দান করিয়াছেন।" ইয়োব ও গীতপুস্তক তিনি বড় ভাল বাসিতেন, ভ্রাতারা কার্য্যস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলেই, তিনি তাহাদিগকে ঐ দুই পুস্তকের কোন অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন।

মৃত্যুকালে তিনি আপনার ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিতেন, এবং তাহারা যেন সত্য পথে থাকে, তজ্জন্য পুনঃ২ উপদেশ দিতেন। "যাহা বপন কর, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না," ধর্ম্মপুস্তকের এই বচনটী তিনি সর্ব্বদা আপনার আত্মীয়গণকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি সজ্ঞানে অতি প্রত্যূষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রবেশ করেন।

মৃত্যুসময়ে এই প্রকারে যাহারা আপন ত্রাণকর্ত্তার হস্তে নিজ আত্মা সমর্পণ করিতে পারে, তাহারা ধন্য। অলকা এক্ষণে মাতার সহিত স্বর্গে পিতার ভবনে আছেন, এবং অনন্ত-কাল থাকিবেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের নাম গান করিতেছেন ও করিবেন।

১২। প্রাণকৃষ্ণ।

পালামকোটা নামক স্থানে ইনি ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য করিতেন। পাদরি সাহেবেরা এই স্থানে একটী বিদ্যালয় খুলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার প্রথম ছাত্র। এই বিদ্যালয়ে ইনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে সত্য, তাহা জ্ঞাত হয়েন। যক্ষ্মাকাশ রোগে ইহাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার রোগ আরোগ্য করিবার জন্য অনেক যত্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি কিছুতেই আরোগ্য লাভ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব সময়ে ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টেতে স্থির ছিলেন ও তাঁহার মনে বিলক্ষণ শান্তি ছিল। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি এক জন ধর্ম্ম প্রচারকের সহিত জনৈক হিন্দুবন্ধুর সম্মুখে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করেন। তিনি যে সম্পূর্ণ

রূপে প্রভুর হইয়াছেন এবং প্রভুই যে তাঁহার একমাত্র ভরসাস্থল, তাহা এই কথোপকথনে বিশেষরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যীশুর নিকটে গমন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। ১৮২৪ সালের ২৩ সে নবেম্বর তিনি অনন্ত বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করেন।

১৩। রমজান।

রমজান একজন বঙ্গদেশীয় মুসলমান। ১৮৩১ সালে সাণ্ডিস্ সাহেবের দ্বারা মিরজাপুর খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে বাপ্তাইজিত হন। সাণ্ডিস্ সাহেবই তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক শিক্ষা প্রদান করেন, এবং তাহাতেই তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতা জ্ঞাত হয়েন। ১৮৩২ সালে রমজানের প্লীহাসংযুক্ত জ্বর হয়। প্রায় আট মাস পর্য্যন্ত এই পীড়াতে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। পীড়াপ্রযুক্ত তিনি এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন যে, স্থানান্তর হওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ অবস্থাতেও ভজনালয়ে গমন করিতে তাঁহার ত্রুটি হইত না। যখন নিজে অশক্ত বোধ করিতেন, তখন অন্যের উপর নির্ভর করিয়া ভজনালয়ে গমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। রমজান শেষবার ভজনালয়ে গমনপূর্ব্বক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের চিহ্নরূপ রুটী ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় কেহ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি অন্তরের সহিত সেই প্রার্থনায় যোগ দিতেন ও তাহাতে যে তাঁহার বিলক্ষণ সান্ত্বনা হইয়াছে, তাহা বাহ্য চিহ্নে প্রকাশ করিতেন। যীশু খ্রীষ্টের দয়া লাভ করিবার জন্য, তিনি মরণ পর্য্যন্ত প্রার্থনায় রত ছিলেন।

১৪। বড়বধূ।

ইনি মাণিক নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রচারকের সহধর্ম্মিণী, ১৮৩৩ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে পরলোকগত হয়েন। বড়বধূ বর্দ্ধমান খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অলঙ্কারস্বরূপা ছিলেন। পতি-সেবায় তিনি বড় যত্নবতী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বামিকে বলিলেন,—"এই পৃথিবীতে আমি আর অধিক কাল থাকিব না। এখানে থাকিতে চাহিও না। কেননা যীশু আমাকে ডাকিতেছেন। আমি শীঘ্রই তাঁহার নিকট উপ-স্থিত হইব।"

স্বরগে পিতার কাছে যাইতে বাসনা,
যে থানে নাহিরে শোক অথবা ভাবনা।
যে থানে থাকিয়া যীশু ভকতের তরে,
মিনতি করেন সদা পিতার গোচরে।
সেই হয় ভকতের চিরবাসস্থান,
সে সুখভবন তরে কাঁদে সদা প্রাণ।
ঈশ অবতার যীশু পতিতপাবন,
ভবে আসি ভক্ত তরে সহিলা মরণ।
স্বর্গের সোপান তিনি পাপির সহায়,
অধীনেরে রেখো, প্রভো, ও পদছায়ায়।

১৫। বিন্যামিন।

ইহার প্রকৃত নাম মধু। বাপ্তিস্মকালে বিন্যামিন নাম প্রাপ্ত হয়। ছয়মাস বয়ঃক্রম কালে মধুর পিতা মাতার কাল হয়। পিতা মাতার মৃত্যু হইলে খুল্লতাত মধুকে পোষ্য-

পুত্র রূপে গ্রহণ করে। বাল্যকালে সে চুঁচড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। এই সময়ে একজন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত তাহার আলাপ হয়। এক সময়ে মধু পীড়িত হইয়াছে, প্রচারক এই কথা শুনিবামাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাটীর লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করাতে প্রচারক নিরাশ হইয়া আইসেন। তিনি নিরুপায় হইয়া প্রার্থনাশ্রবণকারী পিতা পরমেশ্বরের চরণ ধরিলেন। ঈশ্বর আপন দাসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না।

উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিবার পর মধু কোন খ্রীষ্টীয় পরিবারে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এই রূপ অবস্থান্তর হইলেও, সে লেখাপড়া পরিত্যাগ করে নাই; সুযোগ মতে যত্নসহকারে ইংরাজী শিক্ষা করিত। এই সময়ে সে পরিবারের কর্ত্তার নিকটহইতে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করিত। মধু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতা ও পৌত্তলিকতার অলীকতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাসানুসারে কার্য্য কবিবার পক্ষে তাহার যথেষ্ট সাহস ছিল না। খ্রীষ্টীয়ান হইতে বলিলেই, বলিত—"আমি জাতি ছাড়িতে প্রস্তুত নহি।" এত কুসংস্কার সত্ত্বেও অনেকবার মধু বিপরীত আচরণ করিয়া ফেলিত। যে পরিবারে কর্ম্ম করিত, সেই পরিবারকে সে অত্যন্ত ভাল বাসিত এবং এই ভালবাসা প্রযুক্তই জাত্যভিমান সময়ে২ বিস্মৃত হইয়া যাইত। মধু কয়েকটী যুবকের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা করিত।

এই প্রকারে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার নিমিত্ত মধুর মন প্রস্তুত হইয়া উঠিল। ঘটনাক্রমে মধুকে এই খ্রীষ্টীয় পরিবারের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলে যাইতে হইল। এই স্থানে

মধুর কোন বন্ধুই ছিল না। খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল এবং সে রীতিমত অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানের সহিত ভজনালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল। অত্যন্ত মনোযোগসহকারে মধু ধর্ম্মোপদেশকের বাক্য শ্রবণ করিত। প্রচারকের নিকটবর্ত্তী আসন গ্রহণ করিতে তাহার অতিশয় যত্ন ছিল। এইরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে তাহার মন হইতে আত্মভিমান একবারে দূর হইল। মধু বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণদ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করাতে উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মোপদেশক তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

১৮৩৪ সালের ১৪ই নবেম্বর শুক্রবার মধু প্রথমে পীড়িত হয়। প্রথমে জ্বর মনে করিয়া জ্বররোগেরই চিকিৎসা হইতেছিল। কিন্তু দেখিতে২ তাহার পীড়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই সময়ে সে সর্ব্বদা আপন শিক্ষকদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিত। এক দিন পীড়িতশয্যায় সে আপন উপদেশকের সহিত তুই মুই করিয়া কথা কহে। এই সময়ে তাহার চৈতন্য ছিল না। চৈতন্য হইলে এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, এবং উপদেশককে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে। উপদেশক উপস্থিত হইলে মধু বলিল,—"মহাশয়, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি আপনাকে অনেক অসঙ্গত কথা বলিয়াছি। ইহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত আছি। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন না?" উপদেশক অনেক বুঝাইলে, তবে সে শান্তি অনুভব করিল। আর এক সময়ে সে বলিয়াছিল, "সকলেই আমার প্রতি সদয়। কেন? আমার কি কোন গুণপ্রযুক্ত? কখনই নয়। তাঁহারা আপনারাই আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন।"

মধু সোমবারে পরলোকগত হয়। বিশ্রামবারে জনৈক খ্রীষ্টীয়ান প্রচারক মনে করিলেন, হয়ত অদ্যই মধুর প্রাণ-ত্যাগ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি মণ্ডলীর উপদেশককে সংবাদ প্রদান করেন। উপদেশক মহাশয় সত্বর উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মধু, বোধ হয়, তুমি মরিতেছ। যীশুর নিকট যাইতে কি ভাল লাগিতেছে?" মধু বলিল, "মহাশয়, যীশু ব্যতিরেকে আমার আর কে আছে? জাগতিক বন্ধুগণ আর আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি সকলকে বড় ভাল বাসি। আর আমার মনিবের স্ত্রীকে অত্যন্ত অধিক ভাল বাসি। কিন্তু আমি যে মরিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, এবং যীশুর নিকট যাইতেছি।" উপদেশক আবার বলিলেন,—"তুমি কি এমন আশ্বাস পাইয়াছ যে, তোমার অসংখ্য ২ পাপ সত্ত্বেও যীশু তোমাকে গ্রাহ্য করিবেন?" মধু বলিল,—"নিশ্চয়ই; তিনি আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, কেননা এ বিষয়ে তাঁহার অঙ্গীকার আছে।" উপদেশক বলিলেন,—"তবে, তুমি এই সময়ে কেবল তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতেছ?" এই কথা শুনিয়া মধু বলিল,—"যীশু ব্যতিরেকে আর আমার কে আছে?" তৎপরে উপদেশ-কের হস্ত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"প্রভো, শীঘ্র আইস। আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য তোমার দূতদিগকে প্রেরণ কর।"

প্রার্থনা শেষ হইলে মধু একবার চক্ষু উন্মীলন করিল। এই সময়ে ইহার মনিব উইতব্রেক্ট সাহেবের মেম ক্রন্দন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া মধু বলিল,—"ঐ দেখ, মেম আমার জন্য কাঁদিতেছেন।" তৎপরে মধু মেম সাহে-বের হস্ত ধরিয়া বলিল,—"মেম সাহেব, আপনি কাঁদিবেন

না, আজি বড় শুভ দিন (বিশ্রামদিন)। আমি অদ্য যীশুর নিকটে যাইব। আমি যখন মরিব, তখন কাঁদিবেন, এখন নয়।" একটী খ্রীষ্টীয়ান বালিকার সহিত মধুর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। মধু তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল, "তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু আমি এখন আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। কেবল অনবরত প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর।" এই রূপ কথোপকথনের পর মধু কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু এ সুস্থতা স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৪ সালের ২৫ সে নবেম্বর তারিখে মধু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকটে উপনীত হয়।

ভয়ে ভীত কার মন দেখিলে শমন?
যীশু-পদচিহ্নে যে বা না করে গমন।
মরণ-নিকটে দেখি, কেবা উল্লাসিত?
যীশু-পদে যে সঁপেছে আপনার চিত?
মরিতে তাহার মায়া নাহি এক রতি,
বাসনা করিতে তার স্বরগে বসতি।
মরণ নিকটাগত হইলে তাহার,
অন্তরে উথলি উঠে সুখ পারাবার।
দারা পুত্র বন্ধুগণ বসিয়া শিয়রে,
মৃত্যুসম্ভাবনা দেখি অশ্রুপাত করে।
এ সময়ে এই মৃত্যু দেখিলে নয়নে,
শোকেতে বিহ্বল হয় সাংসারিক জনে।
ভুঞ্জে প্রভুদাস কিন্তু শান্তি এ সময়ে,
স্বর্গ-শান্তি প্রকাশিত তাহার হৃদয়ে।
শিয়রে বসিয়া যীশু করেন সান্ত্বনা,
তাই জয়ী হৈয়া স্বর্গে যায় ভক্ত জনা।

১৬। নীলমণি।

নীলমণি যশোহর জিলায় ধর্ম্ম প্রচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৯ সালের জানুয়ারির প্রারম্ভে ইনি পরলোকগত হয়েন। পেরি সাহেব নীলমণির পীড়ার সময়ে সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন ও তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিতেন। নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা নীলমণির একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। মৃত্যু সময়ে প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নিকটে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

"প্রস্তুত আছি," এ বড় গুরুতর বিষয়; মরিতে প্রস্তুত থাকা, ইহজগৎ, সংসার, দারা পুত্র বন্ধুগণ, পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ লোকান্তরে চিরতরে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকা সহজ কথা নহে। মরণ কখন্ আসিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই,—আজিও মরিতে পারি, দশ বৎসর পরেও মরিতে পারি, কিন্তু সেই মরণের জন্য প্রতিক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে, এ যে অতি কঠিন কথা। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট আপনার শিষ্যদিগকে এই মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই আপন ভক্তগণকে প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, আবার তিনিই প্রস্তুত থাকিবার জন্য শক্তি প্রদান করেন। আর কোন ধর্ম্মে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার কথা নাই। আমরা অনেক হিন্দু আত্মীয় কুটুম্বকে মরিতে দেখিয়াছি। মরণ কালে তাঁহাদিগকে নৈরাশ্যসাগরে ভাসিতে হইয়াছিল। কিন্তু ধন্য যীশু। তাঁহার ভক্তেরা সর্ব্ব সময়ে মরিতে প্রস্তুত—মৃত্যু আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলে

তাঁহারা বলেন না যে, আর দুদিন পরে আসিলে ভাল হয়। তাঁহারা বলেন, আইস, আমিও তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।

১৭। সন্ন্যাসী মিস্ত্রী।

কলিকাতার দক্ষিণে খাড়ীর খ্রীষ্টমণ্ডলীর সভ্য সন্ন্যাসী মিস্ত্রী ১৮৩২ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে ওলাউঠা রোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা শুনিবামাত্র অনেকে দেখিবার জন্য গমন করে। পীড়া যে সাংঘাতিক, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারা যায় নাই, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রিতে পীড়া এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, সকলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। কালাচাঁদ নামক জনৈক প্রচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অনন্তকালসম্বন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ?" সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—"ঈশ্বরেতেই আমার প্রত্যাশা আছে যে, তিনি আমাকে পরিত্রাণ করিবেন।" কালাচাঁদ জিজ্ঞাসিল,—"তোমার এই প্রত্যাশার কারণ কি কিছু আমাকে বলিতে পার?" সে বলিল, "আমি জানি, ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর পাপিদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আপন এক-জাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পাপির জন্য আপন প্রাণ দিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া কালাচাঁদ আবার জিজ্ঞাসিল, "ঈশ্বর কি তোমাকে গ্রাহ্য করিবেন?" সে উত্তর করিল, "হাঁ; আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। কেননা আমি খ্রীষ্টের আশ্রয়ে আছি এবং তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট যাইতেছি।" কালাচাঁদ বলিল, "তুমি কি এখন প্রার্থনা করিতে পার?" সে উত্তর করিল,

"আমি বড় দুর্ব্বল; আর বেশী কথা কহিতে পারি না। তথাপি মনে২ বলিতেছি, হে ঈশ্বর, ত্বরা করিয়া আমাকে এই সকল যন্ত্রণাহইতে মুক্ত কর, এবং অবিলম্বে তোমার নিকটে লহ।" ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে বলিল, "আমি আর কথা বলিতে পারি না—তোমরা সকলে আমার জন্য প্রার্থনা কর।" তৎপরে সে আপন পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এই দুঃখী, দরিদ্র পরিবারের তত্ত্বাবধারণ করিও। তোমাদের নিকট আমার এই এক মাত্র নিবেদন।" পর দিন বেলা ১২টার সময়ে সন্ন্যাসী ইহলোক পরিত্যাগ করে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, এজগতে চিরদিন থাকিতে হইবে না—আজি হউক, কালি হউক, এক দিন এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে যাইতে হইবে। আমাদের দেশীয় অনেকে এক্ষণে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাঁহাদের মতে মরিলেই সকল ফুরাইল—কিন্তু মৃত্যুর পরে সদ্গতি কি অধোগতি হইবে, এ বিষয় সকলেরই মনে আন্দোলিত হয়। যাঁহারা যীশুকৃত প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিয়া যীশুদ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভরসা ও বিশ্বাস এই, মরিলে পর তাঁহারা স্বর্গাবাসে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকাল বাস করিবেন। কিন্তু যীশুকে যাঁহারা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের কোন আশা ভরসা নাই - পরলোককে তাঁহাদের চক্ষে অন্ধকারময় দেখায়, মরিলে পর কি হইবে, এবিষয়ে স্থির জ্ঞান না থাকাতে তাঁহারা মৃত্যুকালে ভয়ে আকুল হয়েন। ধন্য যীশু, তুমি পাপির বন্ধু। আসন্নমৃত্যু ভক্তে বলে, তুমি আমার পথদর্শক।

১৮। হরমণি।

হরমণি থাড়ীর খ্রীষ্টমণ্ডলীর জনৈক সভ্য। ইনি মৃত্যু-শয্যায় যে প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিস্ময়কর। এক সময়ে মথিলিখিত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায় তাঁহার নিকট পাঠ করা হয়, "শোকার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।"—এই পদটী পাঠ করিলে হরমণি বলিয়া উঠিলেন, "ইহা আমার পক্ষে উপযুক্ত।" ১৪ই মার্চ্চ তারিখে হরমণি ও তাঁহার মাতার ওলাউঠা পীড়া হয়। প্রাতঃকালে তথাকার ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি এই পীড়ার দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে ইহজগৎ হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তোমরা কি আনন্দের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে প্রস্তুত আছ?" মাতা ও কন্যা উভয়েই উত্তর করিলেন, "এই পৃথিবীতে হয়ত আমরা আরো অনেক প্রকার সুখ ভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমাদের পরিত্রাণ-কর্ত্তার নিকট যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।—তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছি।" ধর্ম্মপ্রচারক জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কি যথার্থই বিশ্বাস কর যে, খ্রীষ্ট যীশু তোমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা?" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিনি আপন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের জন্যই তিনি স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যেন তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে এই পৃথিবীহইতে গ্রহণ করেন।" এইরূপ কথোপকথনের পর মাতা কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলেন,—"মা, ভয় করিও না; মনকে চঞ্চল হইতে দিও না। খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর।" এই কথার পর হরমণির মাতা গীত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। গীত গান হইলে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ঈশ্বরের নিকট প্রাথনা করিয়া বলিলেন,—"হে ঈশ্বর, এই অধম পামরকে তোমার চরণতলে স্থান প্রদান কর; যীশু খ্রীষ্টের নামে ইহা যাচ্ঞা করিলাম, আমেন্।" এই সময়ে কালাচাঁদ নামক এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। সে জিজ্ঞাসিল,—"তুমি কি যীশু খ্রীষ্টকে জান?" তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁ, তিনি দয়ালু বন্ধু। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বদা আমাদের প্রতি দয়ালু।" এই কথার পর মাতা কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মেয়ে কেমন আছে, বোধ কর?" কালাচাঁদ বলিল, "তাহার বিষয় এখন ভাবিও না; এখন আপনার নিজের বিষয় ভাব।" এই কথা শুনিয়া মাতা গীতপুস্তক হইতে ১২৮ গীত গান করিলেন। গান সমাপ্ত হইলে কালাচাঁদকে প্রার্থনা করিতে বলা হইল। এই সময়ে কন্যা কিছু আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মা, অনন্তকালসম্বন্ধে তোমার আশা কি?" মাতা উত্তর করিলেন, "খ্রীষ্টই অনন্তকালের নিমিত্ত আমার একমাত্র রক্ষক। তাঁহাতেই আমি সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়াছি, মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই আমি প্রভুর নিকটে যাইব। তাঁহার নিকট যখন যাইব, তখন আমার আর কোন দুঃখ ক্লেশ থাকিবে না।" এই কথা বলিয়া, হরমণি পাশ ফিরিয়া প্রার্থনা করিলেন, "তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, যেন আমার আত্মা তোমার নিকটে স্থান প্রাপ্ত হয়।" কন্যাকে ক্রন্দন

করিতে দেখিয়া মাতা সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, "মা, তুমি কেঁদো না। ঈশ্বর যদি তোমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তোমার ভাবনা কি? তোমার যাহা কিছু আবশ্যক, তিনি সমস্ত যোগাইবেন। তিনি পিতৃ মাতৃহীনদিগের পিতা।" মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া হরমণির মাতা এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া আপন দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা পুনঃ২ কন্যাকে অনুরোধ করেন, যেন তাঁহাকে ভজনালয়ে লইয়া যাওয়া হয়। বাক্‌রোধ হইবার পর, কোথায় যাইতেছ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বর্গের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ১৮৪২ সালের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মরণকালে অন্তঃকরণ আকুল হইবার অনেক কারণ আছে। পরিবারের চিন্তা ইহার মধ্যে প্রধান। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর আপনাকে বিধবার স্বামী ও পিতৃহীনের পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যে ব্যক্তি প্রভুকে বিশ্বস্ত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে, সে এ বিষয় চিন্তা করিয়া আকুল হয় না। এই সময়ে অনবরত প্রার্থনায় রত থাকা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। শয়তান এই সময়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা অনুসন্ধান করে। অতএব আসন্নকালে এক মুহূর্ত্তের তরেও প্রভুর চরণ ছাড়িও না।

১৯। মরিয়ম।

বিশপ কলেজের ছাত্র বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের সহধর্ম্মিণী মরিয়ম ১৮৪৩ সালের ৯ই জুন তারিখে পীড়িতা হয়েন। মহেশ বাবুর মৃত্যু হইবার পর তিনি আগড়পাড়াস্থ জনৈক

ধর্ম্মপ্রচারকের পাণিগ্রহণ করেন। পীড়িতা হইবার পর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইবার নহে। তিনি যে ভয়ানক পাপিষ্ঠা এবং যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্তে যে তাঁহার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে, তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন। এই সময়ে মরিয়মের মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি কন্যার পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে আগড়পাড়ায় উপস্থিত হইলেন, কন্যার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি মরিলে, আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?" কন্যা উত্তর করিলেন, "কি, আপনি মনে করিতেছেন, আমি মরিতেছি? আমি স্বর্গে যাইতেছি; মরিতেছি না। আমার পিতার নিকট যাইতেছি।" তৎপরে মাতা আবার বলিলেন, "মা, তোমাকে না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব।" কন্যা উত্তর করিলেন, "আপনি কি আমাকে দেখিতে চান অঃ? আপনি যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করুন এবং বাপ্তাইজিত হউন। তাহা হইলে আপনি যে কেবল আমাকে দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে; নিজে অনন্তজীবী হইবেন, ও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। যদি তাঁহাতে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আপনি দণ্ডযোগ্য, ও আপনার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" এই রূপ কথোপকথনের পর স্বামিকে দুই চারি কথা কিছু বলিয়া চির-কালের নিমিত্ত ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন।

মরিয়মের বিবরণে একটী গুরুতর কথার মীমাংসা হই-তেছে—এদেশে যাঁহারা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয়গণের ইচ্ছা এই, যেন তাঁহাদিগকে চিরকাল দেখিতে পান। এ ইচ্ছা

অনৈসর্গিক নহে। মরিয়ম এ বিষয়ে উত্তম বলিয়াছিলেন, "যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অনন্তকাল আমাকে দেখিতে পাইবে।" যাঁহারা যীশুর আশ্রিত, তাঁহারা মরণান্তে স্বর্গীয় ভবনে অনন্তকাল যীশুর সহিত বাস করেন।

২০। গঙ্গারাম মণ্ডল।

ইনি কলিকাতার দক্ষিণ খাড়িস্থ খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন। খাড়ির খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম খ্রীষ্টীয়ান। ১৮২৪ সালে মণ্ডল মহাশয় খাড়িতে সুসমাচার প্রচার করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি গয়া কাশী প্রভৃতি নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কোথায়ও মনের প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শান্তিরাজ দয়ালু যীশুর পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। যীশুকে পাইয়া তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের শেষ তিন বৎসর অতিশয় কষ্টে যাপিত হইয়াছিল। এই তিন বৎসর তিনি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই কষ্টই তাঁহার পারমার্থিক উন্নতির বিশেষ কারণ। ১৮৪৩ সালের ২১ সে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার ওলাউঠা হয়। রাত্রিতে কালাচাঁদ নামক জনৈক বন্ধুকে ডাকাইয়া কাহার২ নিকট ঋণী আছেন, ও কাহার নিকট কি পাইবেন, তাহা বলেন। এই কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন,—"দেখ, তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাকে কষ্ট দিয়াছেন। অনেক ডাক্তার দেখাইয়াছি ও অনেক অর্থও আমার ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে সমস্তই বৃথা। ঈশ্বর যাহা উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন

আমার সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছেন। ঈশ্বর এই প্রকারে আমাকে দুঃখগ্রস্ত করাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, কেননা তিনি এই যন্ত্রণাদ্বারা আমাকে আপনার নিকট ডাকিতেছেন। এই কারণে আমি তোমাকে বলিতেছি, ডাক্তার ডাকাইও না, এবং কোন প্রকার ঔষধও দিও না। সাংসারিক আমোদ অপেক্ষা আমি সহস্র গুণে অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছি। সেই জন্য আমি বলি, যদি ঈশ্বর আপনার নিকটে আমাকে লইতে চান, তবে ঔষধ দিয়া কেন আমার শরীরকে কষ্ট দিবে? দেখ, ভাই, ঈশ্বর যদি আমাকে লন, তবে আমি মৃত্যুপ্রযুক্ত দুঃখিত হইতেছি না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমরা সকলে আমাকে ভাল বাসিয়া আসিয়াছ। এক্ষণে আনন্দ ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর অবিলম্বে আমাকে এই কষ্টহইতে মুক্ত করেন।"

সোমবার প্রাতঃকালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই সময়ে ঈশ্বর আমাকে লইবেন। অতএব আর আমাকে ঔষধ দিও না। আমার মৃত্যু প্রযুক্ত দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দ কর।" তাঁহার বন্ধুরা পুনঃ ২ তাঁহাকে ঔষধ সেবন করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন—"যদি ঔষধ সেবন করিলে আমার কষ্ট যায়, তবে ঔষধ দাও।" এই দিন দুই প্রহর বেলা খাড়িস্থ ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডল মহাশয়ের মনের অবস্থা জানিবার জন্য অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং তিনি তদুত্তরে সন্তোষ-দায়ক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর তিনি প্রচারককে তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। প্রার্থনার অগ্রে প্রচারক ধর্ম্মপুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিতে চাহিলে, মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,—"যীশুর দুঃখ,

মৃত্যু ও পুনরুত্থানসম্বন্ধে আমার নিকট কিঞ্চিৎ পাঠ কর।” প্রচারক যোহন লিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময় গঙ্গারাম মণ্ডল পরলোকগত হয়েন।

পাপী, তাপী মানবের উদ্ধার সাধিতে,
পরমেশসুত যীশু আসি পৃথিবীতে।
অশেষ যন্ত্রণা ভোগি, সহিলা মরণ,
জীবিত হইলা পুনঃ দমিয়া শমন।
সে বারতা ভকতের আত্মিক আহার,
ইহা কহে, আলোচনা করি অনিবার।
মনের নয়নে তাঁরে করি নিরীক্ষণ,
ক্রুশ বিলম্বিত কিন্তু আমার কারণ।
আমার কারণ তিনি জগতে আইলা,
আমার কারণ তিনি যাতনা সহিলা।
আমার কারণ দিলা পবিত্র জীবন,
এত ভাল বাস মোরে, হে বিশ্বরাজন্।
মরণ সময়ে দয়া করিও আমারে,
সে সময়ে ভাবি যেন কেবল তোমারে।
শিয়রে বসিয়া মোরে সান্ত্বনা করিও,
দুর্ব্বল দাসেরে, প্রভো, ধরিয়া রাখিও।

২১। রাধানাথ দাস।

রাধানাথ দাস কলিকাতার সন্নিকট খিদিরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। রাধানাথ কর্ম্মকারের পুত্র। ১৮২৬ সালে ভবানীপুরস্থ লণ্ডনমিশনরী সোসাইটীর দ্বারা খিদিরপুরে একটী বঙ্গ

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাধানাথ এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হইত। সুপ্রসিদ্ধ পাদরি পিফার্ড সাহেব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাধানাথ ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ যে প্রকারে অভ্যাস করিতেন, তাহাতে পিফার্ড সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। রাধানাথের কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে পিফার্ড সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইতেন এবং তিনি বিদ্যালয়ের অপরাপর বালকদিগকে পড়াইতে আদেশ করিতেন। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠদ্বারা রাধানাথ বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু ধর্ম্ম সত্য নহে। এই সময়ে তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। তিনি মনের প্রকৃত ভাব কাহারও নিকটে গোপন করেন নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে সত্য, তাহা তিনি প্রকাশ্য ভাবে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর নিকট প্রকাশ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে নানা প্রকার তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। যখন তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক পিফার্ড সাহেবের গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিফার্ড সাহেবের গৃহে একটী দৈনিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল। সাহেব বিপন্ন রাধানাথকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদ প্রদান করেন। এই সময়ে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ হইল। তিনি নিত্য ২ সাহেবের নিকট ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে ২ রাধানাথের সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইল। তিনি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্ট যীশুই পাপির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। এই রূপ জ্ঞান হইলে, বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীসংভুক্ত হইতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। তদনুসারে পিফার্ড

সাহেব ১৮৩২ সালের জুলাই মাসে রাধানাথকে, মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃগণ ও অপরাপর পৌত্তলিকদিগের সম্মুখে, বাপ্তিস্ম সংস্কার প্রদান করেন। বাপ্তাইজিত হইবার পর রাধানাথ প্রচারকের কার্য্য করিতেন।

১৮৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা ও ইহার উপনগর সমূহে বসন্ত ও ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। এই বৎসর অনেক লোক পরলোকগত হয়। পীড়া এ প্রকার সংক্রামক হইয়াছিল যে, এক জনের পীড়া হইলে অপর লোক পীড়িত ব্যক্তির নিকটে যাইতে ভীত হইত। কিন্তু রাধানাথ এই সময়ে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া সচ্ছন্দমনে পীড়িত ব্যক্তিদিগের গৃহে গমন ও তাহাদিগকে ঔষধাদি প্রদান করিতেন। কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিলে তিনি বলিতেন,—"আমি জানি, সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছি। তিনি সকলই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন।" যাহা হউক, অবশেষে রাধানাথ স্বয়ং পীড়িত হইলেন। তাঁহার পীড়া আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক যত্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন নাই। পীড়া হইবার তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে রাধানাথ পত্র লিখিয়া আপন স্ত্রী পুত্রাদিদিগকে রামমাখাল চকহইতে আনয়ন করেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, এবার হয়ত প্রভু তাঁহাকে আপনার নিকটে লইবেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন ডাক্তার নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে, পীড়া কঠিন ও জীবন সংশয়। রাত্রিকালে এক জন ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, রাধানাথ অনুরোধ করিলেন,—"ডাক্তার যাহা২ করিতে বলিয়াছেন, তাহা যেন করা হয়। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত উপায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবহেলা কর'

কোন মতে উচিত নহে। আমি পরিত্রাণকর্ত্তার হস্তে আছি—নিজের জন্য কোন ভাবনা বা চিন্তা নাই। কিন্তু আমার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি আছে। তাহাদের নিকটহইতে আমি নীত হইলে, কে তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভীতিতে শিক্ষা প্রদান করিবে?"

রাধানাথ আপনার জন্য, বা অর্থাভাবপ্রযুক্ত পরিবারের জন্যেও কিছুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। পাছে তাঁহার সন্তান সন্ততিরা ঈশ্বরীয় ভীতিতে প্রতিপালিত না হয়, এই তাঁহার একমাত্র ভয় ছিল। ক্রমে তাঁহার পীড়া ভয়ানক স্ফূর্ত্তি ধারণ করিল। বন্ধুবান্ধব সকলেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি সকলকেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—"কেন তোমরা কাঁদিতেছ? ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর; যাঁহারা তাঁহাতে বিশ্বাসী, তিনি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। আমি মরিতে ভয় করিতেছি না।" এই প্রকারে তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সান্ত্বনা করিতে২ রাধানাথ দাস প্রভুতে নিদ্রাগত হয়েন। ১৮৪৮ সালের ২রা এপ্রিল ২৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ধন্য, রাধানাথ, তুমি ঈশ্বরের দাস,
যৌবনে তাঁহারে তুমি করিলে বিশ্বাস।
যৌবনে লভিলে ত্রাণ তাঁহার দয়ায়,
যাপিলে যৌবনকাল তাঁহার সেবায়।
মরণে তোমার নাহি ছিল কোন ভীতি,
যীশুর সেবক যারা, তাদের এ রীতি,
বিশ্বাসে বীরের ন্যায় ভেটিলা শমনে,
এবে স্থানপ্রাপ্ত তুমি পিতার ভবনে।

হায়, যীশু, মম আত্মা ক্ষীণ অতিশয়,
শমন স্মরণ মাত্রে কম্পিত হৃদয়।
দয়া করি এ দাসেরে দেহ তুমি বল,
নিজ বলে এ দুর্ব্বলে করহ সবল।
তব বলে বলী যারা, বীরের সমান,
মৃত্যুদ্বার দিয়া স্বর্গে অবহেলে যান।
মোরে বলীয়ান কর, আমিও যেমন,
নির্ভয়ে তোমারে ভাবি আইলে মরণ।

২২। দীননাথ।

লণ্ডন-মিশনরী সোসাইটীর অনাথ বিদ্যালয়ের দীননাথ নামক জনৈক ছাত্র পীড়িত হয়। এই সময়ে দীননাথের ১১ বৎসর মাত্র বয়স। বিদ্যালয়ে থাকিতে২ সে প্রভুকে মন দেয়, এবং তাহার ধর্ম্মভাব ও আচার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দীননাথ অনেক দিন পর্য্যন্ত পীড়া ভোগ করে। সে যে পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রকৃত ভাবে পুনর্জ্জাত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। দীননাথের অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাহার পিতা মাতা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। দীননাথ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিল,—"আপনারা আমার জন্য কাঁদিবেন না। আপনাদের নিমিত্ত ক্রন্দন করুন। আমার পক্ষে ভাল হইল, কেননা আমি পরিত্রাণকর্ত্তার নিকট থাকিব।" মৃত্যুর পূর্ব্বে হিল্ সাহেবের মেম দীনুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দীনু, তুমি কি সুখী?" দীনু উত্তর করিল,—"হাঁ, মেম, আমি সুখী।" মেম আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রেম কি বৃদ্ধি হইতেছে?" দীনু উত্তর করিল,—"হাঁ"। তৎপরে মেম বলিলেন,—"দীনু, স্বর্গে দুর্ব্বলতা নাই, সেখানে পাপ নাই"। মেমের কথা শুনিয়া, দীনু যেন সজোরে বলিল,—"না, না, না"। এই রূপ কথা-বার্ত্তার পর মেম কিছু খাবার আনিলে দীনু ধন্যবাদের সহিত কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল। তৎপরে পিতার দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"পিতঃ, আমি আর আপনার নই; আমি প্রভুর। পিতঃ, আপনি ত জানেন যে, যীশু পাপীদিগের নিমিত্ত মরিয়াছিলেন, তবে তাঁহাতে বিশ্বাস করিবেন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন।" এই কথাগুলি শেষ হইলে, দীনু আর কথা কহিল না। চিরকালের নিমিত্ত তাহার কথার প্রতিধ্বনি শেষ হইল। ১৮৪৩ সালে দীনু পরলোক প্রাপ্ত হয়।

২৩। জুমা।

জুমা বহরমপুরের অনাথ বিদ্যালয়ের আর একটী ছাত্র। বয়স ৫ বৎসর—সিমিয়োনকে সমাধিক্ষেত্রে রাখিয়া আসিয়াই সে রোগাক্রান্ত হয়। দেখিতে২ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। পরিত্রাণকর্ত্তার বিষয় তাহাকে বলিলে, সে বলিল, "যীশুই আমাকে পরিত্রাণ করিবেন, যীশুই আমাকে পরিত্রাণ করিবেন।" যীশুর প্রেমের বিষয়ে তাহাকে অনেক কথা বলা হইয়াছিল। সে যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তজ্জন্য অনেক যত্নও করা হইয়াছিল। পীড়ায় সে বড় কষ্ট পাইয়াছিল, বিশেষতঃ জল পিপাসা প্রযুক্ত তাহার কষ্ট দ্বিগুণ ছিল, তজ্জন্য সে কেবল কথার উত্তর না দিয়া "জল, জল" বলিত। তাহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে এক জন প্রচারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিয়াছ?" এ সময়ে জুমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিয়াছিল। ইহার পরেই জুমার মৃত্যু হয়।

২৪। সনাতন।

সনাতন বহরমপুরে ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য করিতেন। ইনি দুই দিন মাত্র পীড়িত ছিলেন। দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালে যখন হিল্ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে যান, তখন ইহাঁর সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। সনাতন সাহেবের নিকটহইতে নূতন ধর্ম্মনিয়ম লইয়া ১ করিন্থীয় পত্রের পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করিলেন। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ সমাপ্ত হইলে, তিনি হিল্ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমি আর আরাম হইব না। হিল্ সাহেবকে বল, আর আমি সুসমাচার প্রচার করিব না। পুনরুত্থান পর্য্যন্ত আর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।" পরিশেষে তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"হিল্ সাহেবকে আমার মৃত্যু সময়ে অনুরোধ এই, যেন তিনি তোমার ও আমার সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন।" এই কথা শেষ হইলে, সনাতন নিস্তব্ধ ভাবে প্রভুতে নিদ্রাগত হয়েন।

২৫। নয়মি।

নয়মি বহরমপুর অনাথ বিদ্যালয়ের একটী বালিকা। বয়স ১২ বৎসর। ওলাউঠা রোগে নয়মির মৃত্যু হয়। সে অনেক দিন হইতে জ্বর ও প্লীহারোগে কষ্ট পাইতেছিল,

যে দিন তাহার এই ভয়ানক পীড়া হয়, সেই দিন তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া, সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, নয়মি আর বাঁচিবে না। নয়মি নিজেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রভুতে যে তাহার আশা ভরসা ছিল, এবং তিনি যে তাহার একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা, তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল, এবং মৃত্যুশয্যায় পুনঃ পুনঃ তাহা বলিত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সে প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত অধিক কথা কহিতে পারে নাই।

২৬। শিমিয়োন।

শিমিয়োনও বহরমপুরের অনাথ-বিদ্যালয়ের একটী ছাত্র। মৃত্যু সময়ে তাহার বয়স ৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। প্রাতঃকালে তাহার পীড়া আরম্ভ হয়, এবং সেই দিন সায়ংকালে সে পরলোকে গমন করে। জনৈক প্রচারক শিমিয়োনের চরম কাল নিকট বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"শিমিয়োন, তোমার কি ভয় হইতেছে?" শিমিয়োন উত্তর করিল,—"না; আমি পিতার বাটীতে যাইতেছি, ভয় কিসের?" প্রচারক বলিলেন,—"তোমার পিতার বাটী?—সে বাটী কোথায়?" শিমিয়োন দুর্ব্বল বাহুযুগল কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া বলিল,—"ঐ দেখ, আমার পিতার বাটী।" প্রচারক আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি পাপী?" শিমিয়োন্ উত্তর করিল,—"হাঁ, আমি জানি, আমি পাপী; কিন্তু আমার পিতা তাঁহার একজাত পুত্রকে পাপিদের নিমিত্ত মরিতে পাঠাইয়াছিলেন। যখন তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, তখন আমার ভয় কি?" এই কথা কয়েকটী বলিয়া শিমিয়োন্ পা

বিস্তার করিয়া শয়ন করিল। আর কোন কথা শিমিয়োনের মুখহইতে শুনা যায় নাই। সে সকলের অজ্ঞাতসারে আপন পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিল।

২৭। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইনি এক জন কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ইহাঁর জন্ম হয়। কৈলাস বাবুর পিতা দারোগার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার মানসে সুবিখ্যাত ডাক্তার ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময়ে চারি বৎসর মাত্র বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল, ডাক্তার ম্যাকে পাদ্রি ডফ্ সাহেবের সহকারী ছিলেন। কৈলাস বাবু স্বীয় মেধা শক্তিপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কৈলাস বাবুর পিতা এই ঘটনাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া, পুত্রকে এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু অল্প দিন পরে আবার তিনিই এই বিদ্যালয়ে পুত্রকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কৈলাস বাবু যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, ধর্ম্ম-পুস্তকের সত্যতার প্রমাণ নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছিল। ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণমূলক গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিতে২ কৈলাস বাবুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পর, কৈলাস বাবু লিখেন,—"আমি জনৈক প্রতিবেশীর পীড়ার

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে যাই। উপস্থিত হইয়াই দেখি, সে ব্যক্তির মুমূর্ষুকাল উপস্থিত।—দেখিতে২ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। এই হৃদয়বিদারণ ঘটনা দেখিয়া পরলোকসম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা আমার মনোমধ্যে উঠিল। আমিও নিশ্চয় মরিব; মৃত্যুর পর শাস্তি অথবা পুরস্কার আছে। তখন নরক এবং অনন্তকালবিষয়ক চিন্তাতে আমি মগ্ন হইলাম। এই সময় হইতেই আমি ধর্ম্মবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতে আরম্ভ করি। বিশ্রামবার পবিত্ররূপে যাপন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। কিন্তু হিন্দুগৃহে থাকিয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করা অত্যন্ত কঠিন। শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার দুঃখ এবং অন্যান্য ঘটনার দ্বারা ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, ত্রাণকর্ত্তা যীশুই একমাত্র ঈশ্বর। আমি বাপ্তিস্ম সংস্কারদ্বারা যীশুকে প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ করিলাম।” ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে আগষ্ট মাসে ইনি বাপ্তাইজিত হন। কৈলাস বাবু যে প্রকৃতরূপে ত্রাণকর্ত্তা যীশুর পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলেন, স্বীয় জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।

১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কৈলাস বাবু ঘোষপাড়াস্থ বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ গমন করেন। এই স্থানে তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য করিতেন। তৎপরে পীড়িত হইয়া বহুদিবস কেবল কলিকাতায় বাস করেন। এই অব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার বিসূচিকা রোগ হয়। এই ভয়ানক পীড়াহইতে আরোগ্য লাভ করিতে না করিতে অন্যা পাঁচ প্রকার আনুষঙ্গিক রোগে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয় পড়িলেন। শারীরিক দৌর্ব্বল্য এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার

গৃহে এক ব্যক্তি সুবিধাক্রমে গিয়া শয্যার নিকট বসিয়া ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেন। এক সময়ে তিনি এই ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—“তুমি আবার কখন্ আমার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে আসিবে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি।” কৈলাস বাবু যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বর আর তাঁহাকে এ জগতে রাখিবেন না, তখন সম্পূর্ণরূপে নিজ আত্মা যীশুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। মন স্বর্গীয় আশাতে পূর্ণ হইল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমি অত্যন্ত সুখী; আমার মনে যথেষ্ট শান্তি আছে। আমার পীড়ার এই শেষ কাল। আমি সর্ব্ব বিষয়ে সুখী—এখন আর কথা বলিতে পারিতেছি না। আমার মুখে অত্যন্ত ক্ষত হইয়াছে। কিন্তু এক বন্ধুর মুখ আমার আত্মাকে সুখী করিয়া তুলিতেছে।” তাঁহার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহাদের গৃহপণ্ডিত এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“তুমি কি প্রকারে এত শান্তি ভোগ করিতেছ?” কৈলাস বাবু উত্তর করিলেন,—“আমি যে এই যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই ঘটিয়াছে। যদি সুস্থ হই, তাহা হইলে প্রভুর মহিমা হউক; আর যদি মরি, তাহা হইলেও নিশ্চয় জানি, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার নিকটে আমাকে স্থান দিবেন।”

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস, কৈলাস বাবু স্ত্রীকে ১ম করিন্থীয় পত্রের পঞ্চদশ অধ্যায় এবং প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের দ্বাবিংশ অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন তিনি ধর্ম্মপুস্তকের কোন অংশ পাঠ ও একটী গীত শ্রবণ করেন।

গীতটী একবার শ্রবণ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন নাই

পুনঃ২ ইহা তাঁহার নিকট গান করিতে হইয়াছিল। ২৬ সে ফেব্রুয়ারি সায়ংকালে তাঁহাকে কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অস্পষ্টভাবে,—"আমি খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষুধিত হইতেছি;"—এই কথা কয়েকটী বলিয়া পরলোকগমন করিলেন। ১৮৪৪ অব্দের ২৬ সে ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চারা গাছে ফল ধরিলে বড় ভাল দেখায়। তদ্রূপ ধার্ম্মিক যুবক যুবতী আমাদের চক্ষের অতি শোভনীয় বস্তু। আমরা পৃথিবীতে এমন সুন্দর আর কিছুই দেখিতে পাই না। কৈলাসচন্দ্র যৌবনকালে ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ে স্থান প্রদান করেন; আর যৌবনকালেই ঈশ্বর তাঁহাকে, যীশুর রক্তে ধৌত করিয়া, আপনার নিকট গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে ভাবেন, যাহারা ধার্ম্মিক, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র; তাহাদের কেন এত কষ্ট-ভোগ! এ কষ্টভোগের কারণ আছে, ঈশ্বর বিনা কারণে কিছুই করেন না। এই কষ্টরূপ অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা ঈশ্বর স্বীয় ভক্তকে পবিত্র করিয়া লয়েন। বার বার অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সুবর্ণ যেমন বিশুদ্ধতা লাভ করে, দুঃখ কষ্টরূপ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভক্তেরা তেমনি পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়।

২৮। মহেন্দ্রলাল বসাক।

মহেন্দ্রলাল বসাক কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান। ইহাঁর পিতা গোস্বামির শিষ্য ছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসে ইহাঁর জন্ম হয়। কোন্ সময়ে তিনি জেনারেল এসেম্বিলি নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, তাহা

আমরা জানি না। কেহ২ অনুমান করেন, ১৮৩১ অব্দে ইনি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই স্থানে মহেন্দ্র বাইবেল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাইবেল যে সত্য, ও ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ইহা জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং তাঁহার প্রতি তাড়না আরম্ভ করেন।

১৮৩৪ অব্দের জুলাই মাসে মহেন্দ্র পৌত্তলিকতার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিবার অভিপ্রায় স্থির করেন। নবেম্বর মাসে তিনি পত্র লিখিয়া মিশনরিদিগকে আপনার সংকল্প জ্ঞাত করিলেন। মহেন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহার পিতা ইহা জ্ঞাত হইয়া দুই জন দ্বারপালকে পুত্রের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন। এ প্রকার অবস্থা হইলেও তিনি সময়ে২ ইউয়ার্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এই রূপে ক্রমে২ জলসংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার মন প্রস্তুত হইল। তিনি আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করাতে ১৮৩৯ অব্দের ৮ মার্চ্চ তারিখে ডাক্তার ইউয়ার্ট সাহেব তাঁহাকে বাপ্তাইজিত করেন।

মার্চ্চ মাসে আমাদের দেশে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইয়া থাকে। এই সময়ের উত্তাপের প্রখরতা নিবন্ধনই মহেন্দ্র পীড়িত হয়েন। ২৬ তারিখে, তিনি একটী অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রচার করেন। বিশ্বাসদ্বারা যে পাপী ধার্ম্মিকীকৃত হয়, ইহাই তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। ৩১ তারিখে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি অসুখ বোধ করিতে আরম্ভ করেন। পীড়া শয্যায় তিনি কেবল ছয় দিন মাত্র ছিলেন। সুতরাং পীড়াপ্রযুক্ত তাঁহাকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি যে প্রকৃতভাবে খ্রীষ্ট

যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপরেই যে তাঁহার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, এই ছয় দিনের মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপির পরিত্রাণ সাধিত হয়, এই কথা তিনি পুনঃ২ বলিতে ভাল বাসিতেন। পীড়াশয্যা যে তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইবে, তাহা মহেন্দ্র উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক বার বলিয়াছিলেন, "আমি মরিতে ভীত নহি। আমি জানি, কাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছি। আমি মরিতে প্রস্তুত আছি। মরিব বলিয়া মনে কিছুমাত্র দুঃখ হইতেছে না। আমার ত্রাণকর্ত্তার আশ্রয়ে আমি মরিব।" এই রূপ কথোপকথনের পর তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও শিশু সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আমার অনাথা স্ত্রী ও সন্তানের জন্যই সকল ভাবনা।" এই কথা বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—"কিন্তু ঈশ্বর দয়াময়। ইহাদিগের ভার তিনি গ্রহণ করিবেন। তাঁহাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি।" মহেন্দ্র সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তকের বচন আবৃত্তি করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এক সময়ে তিনি বলিলেন,—"দেখুন, ইয়োবের সেই উত্তরটী আমাকে বড় সান্ত্বনা দিতেছে। যখন তাঁহার অসন্তুষ্টমনা স্ত্রী তাঁহাকে সেই পরামর্শ দিল, তখন তিনি বলিলেন,—'তুমি মূঢ়া স্ত্রীদিগের মধ্যে কোন স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা ঈশ্বর হইতে কি কেবল মঙ্গল গ্রহণ করিব? কিন্তু অমঙ্গল কি গ্রহণ করিব না?'" আবার ধর্ম্মপুস্তকের অন্য বচন উল্লেখ করিয়া বলেন, "ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই সৎ নাই, আহা; কি চমৎকার সত্য? তিনি সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময় ও ধার্ম্মিক এবং বিশ্বস্ত; তিনি যে২ কার্য্য করেন,

সকল কার্য্যেই তাঁহার এই সমস্ত গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি সৎ বলিয়াই যষ্টি প্রহার করেন, যেন বিপথগামী পাপিষ্ঠেরা তাঁহার পথে ফিরিয়া আইসে।” তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশীয় লোকদিগের মন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ভাবিত ছিলেন, এবং নানা প্রকার কথায় এই ভাবনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৪৫ অব্দে ৭ এপ্রিল সোমবার প্রাতঃকালে মহেন্দ্র পরলোকগত হন। যাহারা প্রভুতে নিদ্রাগত হয়, তাহারা ধন্য।

এই মহেন্দ্রলাল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাঁহার উপলক্ষে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,

“একে ত মহেন্দ্রলাল তায় হাবা তাঁতি।
পড়িয়া ডফের টবে হারাইল জাতি॥”

এখন সে ঈশ্বর গুপ্তও নাই, সে মহেন্দ্রলালও নাই। উভয়েই পরলোকে, যে খানে সকলকেই এক দিন যাইতে হইবে, সেই শেষ বাসস্থানে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু কল্পনা পটে, উভয়ের বর্ত্তমান অবস্থার একটা চিত্র আঁকিতে পারি। উভয়ের চরিত্র আমাদের জানা আছে,—এক জন কবি ছিলেন, ঈশ্বরের বিষয় কখনও ভাবিতেন না। একবার এক কবিতায় এই রূপে ঈশ্বরনিন্দা করিয়াছিলেন,

“তুমিও ঈশ্বর গুপ্ত,
আমিও ঈশ্বর গুপ্ত,
ব্যাপ্ত চরাচর।”

আর এক জন ঈশ্বরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, বীরের ন্যায় জাত্যভিমান, আজন্মশিক্ষিত কুসংস্কার পদতলে দলিত করিয়া

সঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক জন ঈশ্বরবিস্মৃত, আর এক জন ঈশ্বরভক্ত। এক জন ঈশ্বরনিন্দুক, আর এক জন ঈশ্বরগুণানুবাদকারী। অতএব, পরকালে কাহার কি রূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা আমরা ইহা হইতেই কল্পনা করিতে পারি।

মহেন্দ্রলালের একমাত্র কন্যা জয়মণির সহিত বাবু কেশবচন্দ্র হালদারের বিবাহ হয়। সংপ্রতি (১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে) জয়মণির মৃত্যু হইয়াছে। জয়মণি ঈশ্বরের দাসী ছিলেন।

২৯। কার্ত্তিক।

কার্ত্তিক বর্দ্ধমানস্থ খ্রীষ্টীয়ান বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র। এই বালক বহু দিবস পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সে পরিত্রাণকর্ত্তাকে জানিত না, এবং তিনি যে সর্ব্বদা তাহার পাপক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, এ বিষয়েও সে অজ্ঞ ছিল। মৃত্যু সময় সন্নিকট জানিয়া সে এক জন ধর্ম্ম প্রচারককে আপনার মনের অবস্থা ভাঙ্গিয়া বলে। ধর্ম্ম প্রচারক পাদরি উয়াইটব্রেক্‌ট সাহেবকে এই সংবাদ দেওয়াতে তিনি অনতিবিলম্বে বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। যীশু কেমন প্রেমময়, ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কি প্রকারে আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়, তাহা সাহেব উত্তমরূপে বালককে বুঝাইয়া দিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে সাহেব বালকের সহিত প্রার্থনা করিয়া গৃহে গেলেন, পর দিন সাহেব বালককে আবার দেখিতে গেলে, বালক বলিল,—"আমি সুখী, আমি

শান্তি পাইয়াছি। আমি শীঘ্রই যীশুর নিকট গমন করিব।" ১৮৪৫ অব্দে এই বালকের মৃত্যু হয়।

৩০। স্বরূপ।

স্বরূপ যশোহরের অবগাহিত মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন। ১৮৪৫ অব্দে ৭ ই এপ্রিল পরলোকপ্রাপ্ত হয়েন। ১৮৩৭ অব্দে বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া স্বরূপ খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্ভুক্ত হয়েন। দুই তিন মাস কাল স্বরূপ পীড়াগ্রস্ত ছিলেন। যে দিন স্বরূপের মৃত্যু হয়, সেই দিন দুই প্রহর বেলা পাদরি পেরি সাহেব তাঁহাকে দেখিতে যান। পেরি সাহেব তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অদ্যই "স্বরূপকে অনন্তবিশ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে।" তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাই স্বরূপ, কেমন আছ? মনে কি কোন আশা আছে?" স্বরূপ উত্তর করিলেন,—"হাঁ।" পেরি সাহেব আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আশা কি খুব বলবতী?" তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁ। আমার আশা খুব বলবতী।" দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে স্বরূপ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। পেরি সাহেব স্বরূপের উত্তরে বিমোহিত হইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আইস, আমরা ইহার জন্য জগৎপিতার ধন্যবাদ করি।" পেরি সাহেব যোহন লিখিত সুসমাচারের চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিয়া একটী প্রার্থনা করিলেন। সাহেব চলিয়া গেলে স্বরূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণা বিষয়ে অনেক কথা স্ত্রীকে বলিলেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে এই রূপ যন্ত্রণা দিতেছেন, এই জন্য তুমি কি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেছ?" স্বরূপ উত্তর

করিলেন,—"না; ঈশ্বর আমার মঙ্গলের নিমিত্ত এই সমস্ত যন্ত্রণা প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার উপর কিছু মাত্র বিরক্ত হইতেছি না।" তৎপরে স্বরূপ স্ত্রীকে বিশেষ অনু-রোধ করিলেন, যেন তিনি আপন একমাত্র কন্যাকে ঈশ্বরীয় ভীতিতে প্রতিপালন করেন, এবং তাঁহারা সকলে যেন ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন ধারণ করেন। পরিবার প্রতিপালন জন্য তাঁহার কোনই ভাবনা বা চিন্তা ছিল না। তিনি স্ত্রীকে পুনঃ ২ প্রভুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে কহিয়াছিলেন।

৩১। নিলী।

১৮৪৬ অব্দের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে নিলী পরলোক গমন করেন। কার্পাসডাঙ্গা খ্রীষ্টমণ্ডলীতে তিনি উপাসনা ও খ্রীষ্টের মধুর সহভাগিত্ব সম্ভোগ করিতেন। ঈশ্বরের গৃহ ইনি বড় ভাল বাসিতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উপদেশ শ্রবণ করিতেন। পীড়িত হইয়াও ইনি ভজনালয়ে অনুপস্থিত থাকিতেন না। প্রভুর সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতে তিনি বড়ই আনন্দিত হইতেন। ইনি জীবনে ও মরণে প্রভুরই গৌরব বর্দ্ধন করিয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৩২। নিথন।

নিথন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়স্থ জনৈক বৈষ্ণব। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কৃষ্ণনগর অঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৮৪৬ অব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। নিথন শুভ সংবাদ প্রচারজন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। কৃষ্ণনগর

অঞ্চলের জমিদারেরা মিছামিছি তাঁহার নিকট হইতে একবার খাজানার দাওয়া করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নিথন পাদরি ফ্রান সাহেবকে বলিলেন,—"মহাশয়, জমিদারের বাকী খাজানা যদি অনুগ্রহ করিয়া চুকাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি শান্তিতে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিতে পারি। ন্যায় হউক, আর অন্যায় হউক, আপনি দিউন। তাঁহারা এখন চাহিতেছেন, আপনি দিয়া ফেলুন, তাহাতে আমি সুখী হইব।"

৩৩। রাবি।

রাবি উয়াইটব্রেকট সাহেবের মেমের বর্দ্ধমানস্থ শিশু বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। রাবি ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগতা হয়েন। রাবি অনেক দিন হইতে পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। দুঃখরূপ হাঁফরে ফেলিয়া পরমেশ্বর তাঁহার কোন ২ ভক্তকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া থাকেন। রাবি এই হাঁফরে পড়িয়া এরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি বর্দ্ধমানে বিকীর্ণ হইয়াছিল। অনাথ বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে গ্রাহ্য হইয়া রাবি বর্দ্ধমানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। রবার্ট সাহেবের মেমের নিকট তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি প্রকৃতভাবে খ্রীষ্টের দাসী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞান ছিল না, সুতরাং কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে শ্রুত হয় নাই। কিন্তু ২। ৪ দিন বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সমস্ত সাক্ষ্য দিয়া যান, তাহাই যথেষ্ট। যখন তাঁহার শরীর কথঞ্চিৎ সবল ছিল, তখন তাঁহার জনৈক বন্ধুর গৃহে তাঁহাকে পাঠান হয়। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়।

পরে তিনি উয়াইটব্রেক্ট সাহেবের মেমের নিকট পত্র লিখিয়া বলেন,—“খ্রীষ্টের সহিত থাকিতে আমি বড় আনন্দিত হইব। আমি জগতীস্থ বস্তু সমুদায়কে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছি। আঃ! আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমি মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত থাকি। দিন ২ আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।”

৩৪। আরাধন।

যশোহর জিলার অন্তঃপাতী রাজনগরস্থ খ্রীষ্ট মণ্ডলীর উপদেশক আরাধন ১৮৫১ সালের ৩০ শে মার্চ্চ পরলোকগত হয়েন। এই মাসের ২৭ শে তারিখে তাঁহার পীড়া হয়। পাদরি পেরি সাহেব আরাধনের পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র কিছু ঔষধ পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আরাধন এ ঔষধ ভক্ষণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—“প্রভু এই সময়ে আমাকে লইবেন। অতএব আর ঔষধের প্রয়োজন কি?” আরাধনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কাহাকে তোমার আত্মা সঁপিয়াছ?” ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—“প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে আমার আত্মা সঁপিয়াছি। তিনি আমার পরিত্রাণ-কর্ত্তা, পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাতেই নির্ভর করিতেছি।” বিশ্রামবারে মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃ ও ভগিনীগণ একত্রে আরাধনের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া যে সময়ে একান্ত মনে ও ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি স্তিফানের ন্যায় আপন আত্মা প্রিয় প্রভু যীশুর হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন।

৩৫। শ্যামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়া।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জিলার ঝিনাদহ গ্রামে শ্যামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়ার জন্ম হয়। নিতান্ত শিশুকালে দুই ভগিনীই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন। শ্যামপ্রিয়া অতি অল্প-বয়সেই বিধবা হয়েন। রামপ্রিয়ার চারিটী সন্তান ছিল।

রামপ্রিয়া ও শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়া ভিক্ষার্থবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। উত্তম রূপ গীত গান করিবার ক্ষমতা থাকাতে তাঁহাদের এই বৃত্তির বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। শিশু কাল অবধি তাঁহারা উভয়েই পাপের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদা পাপহইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত যত্নবতী ছিলেন। তীর্থগমন ও দেবদর্শন করিলে পাপ দূর হইতে পারে, এই বিশ্বাসে, দুই ভগিনী প্রায় চারি শত ক্রোশ পদব্রজে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এখানে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্ত সমাধা করিয়াও তাঁহারা মনে শান্তি পাইলেন না। যেমন অশান্তিতে গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অশান্তিতেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

রামপ্রিয়া ও শ্যামপ্রিয়ার বাসস্থান, ঝিনাদহ গ্রামে, প্রেমচাঁদ বাউল নামে একজন বৈরাগী ছিল। সে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হয়। প্রেমচাঁদ খ্রীষ্টের মরণমঙ্গল সমাচার প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করে, এবং কয়েক জন দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের সহিত তাহার পরিচয়ও হয়। ইহাদিগের নিকট প্রেমচাঁদ ধর্ম্মপুস্তকের জ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় সংগীত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই সকলেতে তাহার নিজের মনে বড় একটা ভাক্তি হয় নাই বটে, কিন্তু সে গ্রামের লোকদিগকে সন্তুষ্ট

করিবার জন্য অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইল এবং ভাবযুক্ত খ্রীষ্টীয় সংগীত গান করিয়া অনেককে মোহিত করিল। খ্রীষ্টের মরণে পরিত্রাণ ও পাপের মার্জ্জনা হয়, এই সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত গীত রচিত হইয়াছিল। প্রেমচাঁদের গীত শ্রবণে শ্যামপ্রিয়ার হৃদয় বিশেষরূপে বিগলিত হইল। তিনি গীত শুনিয়া মনে২ ভাবিলেন,—"হাঁ, তাইতো আমি চাহি, পরিত্রাণ ও পাপমোচনই আসল কথা।" শ্যামপ্রিয়া গীত শ্রবণে বিমোহিতা হইয়া আপন ভগিনী রামপ্রিয়ার নিকট সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। শ্যামপ্রিয়ার মুখহইতে ত্রাণকর্ত্তা যীশুর প্রেমবার্ত্তা অবগত হইয়া রামপ্রিয়াও এই প্রেমদ্বারা আকর্ষিত হইলেন। উভয়েরই চক্ষু-হইতে আনন্দনীর বিগলিত হইতে লাগিল। এই দুই ভগিনী প্রেমচাঁদের নিকট খ্রীষ্টসংগীত শ্রবণ করিয়া তাহাই গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে শ্যামপ্রিয়া কহিয়াছিলেন,—"আর সকল গীত ও স্বর ভুলিয়া গেলাম, কেবল খ্রীষ্টের মরণে পরিত্রাণ ও পাপের মোচন হয়, এই গীতই মনে আসিতে লাগিল। গীত গান করিতে হইলে অন্য গীত মনে আইসে না।" দুই ভগিনীতে শান্তি লাভ করিবার জন্য অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও শান্তি পান নাই। প্রেমচাঁদের নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহারা শান্তির পথ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। যিনি শান্তিকর্ত্তা, তাঁহার বিষয় আরো অধিক জানিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইল। কিন্তু কোথায় গমন করিলে, এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবেন, তাহা জানিতেন না। প্রেমচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলেন, বিলাতের কয়েক জন সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করিতেছেন। সাহেবেরা

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া যে মতের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা আমাদের দেশের কেহই জানে না। সাহেবেরা বলেন, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আপন প্রাণ দান করিয়া মনুষ্যপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়াছেন। তিনি যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টেতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার পাপ ক্ষমা হয় ও পরকালে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়া থাকে। অস্থিরচেতা কোন লোক তাঁহার শিষ্য হইবার যোগ্য নয়। তাঁহার শিষ্যের অনেক দুঃখ ও ক্লেশ ঘটে বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় ভীত বা আশাবিহীন হওয়া উচিত নহে। রবিবার তাহাদের পবিত্র দিবস; এই দিবস তাহাদের ক্রয়বিক্রয়াদি কোন বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। শরীরে বল থাকিতে ভিক্ষা করা তাহারা দোষের বিষয় জ্ঞান করে; সকলেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। গোপনে ও প্রকাশ্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা তাহাদের রীতি। প্রেমচাঁদের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্যামপ্রিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। শ্যামপ্রিয়া প্রেমচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“স্ত্রীলোকেরা কি সেখানে যাইতে পারে?” প্রেমচাঁদ কহিল,—“হাঁ, পারে। অনেক স্ত্রীলোক গিয়াছে। তুমি যদি যাইতে চাও, পৌষমাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।” শ্যামপ্রিয়ার অন্তঃকরণে এ সময়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি রামপ্রিয়াকে বলিলেন,—“দিদি, চল, আমরা এখনি সেখানে যাই।” রামপ্রিয়া ইহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন,—“তুমি

যাও, এই নূতন ধর্ম্মের মর্ম্ম গিয়া জানিয়া আইস। তোমার নিকট শুনিয়া যদি ভাল লাগে, আমিও যাইব।" এই কথা শুনিয়া শ্যামপ্রিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঝিনাদহহইতে শ্রীরামপুর পঁয়ত্রিশ ক্রোশ। অন্য পাঁচ ছয় জন লোক শ্যামপ্রিয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে শ্রীরামপুর পৌঁছিলে সঙ্গিগণ শ্যামপ্রিয়াকে বলিল,—"চল, আমরা গোলোক রায় বাবুর বাড়ী যাই।" গোলোক রায় অতিথিসেবার উপলক্ষে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অতিথিসৎকার করিলেন। ভোজনের সময়ে সঙ্গিগণ উত্তমরূপে ভোজন করিল বটে, কিন্তু শ্যামপ্রিয়া সেরূপ ভোজন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মন নিতান্ত চঞ্চল। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শ্যামপ্রিয়া সঙ্গিগণকে কহিলেন,—"চল, আমরা সাহেবদের বাড়ী যাই।" তাহারা বলিল—"এত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।" সঙ্গিগণের সহিত শ্যামপ্রিয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি রাস্তার লোকদিগকে, "যীশু খ্রীষ্টের কথা যে সাহেবেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাড়ী কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিতে২ একাকিনীই যাইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেবদের বাড়ী উপস্থিত হইলে দরোয়ান ভিতরে যাইতে নিষেধ করিয়া বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান পাড়ায় যাইতে বলিল। দরোয়ানের কথাতে শ্যামপ্রিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, রাস্তা দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে২ এক খানি ঘরের নিকট যাইয়া দেখিলেন, কয়েক জন লোক সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া গম্ভীরভাবে কথা কহিতেছে। শ্যামপ্রিয়া এই স্থানে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে ও এক২ বার ঘরের ভিতর উঁকি মারিতে লাগিলেন। এক জন

ইহাঁকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি কে? কি চাও?” শ্যামপ্রিয়া কহিলেন,—“শুনিয়াছি, যীশু খ্রীষ্টেতে পরিত্রাণ আছে, ইহার বিশেষ মর্ম্ম জানিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া সকলেই আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে মঙ্গল সমাচার জ্ঞাত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। সকলেই উঠিয়া গেল। শ্যামপ্রিয়া একাকিনী রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কাছে একটীও পয়সা ছিল না। প্রেমচাঁদের মুখে শুনিয়াছিলেন, যীশুর শিষ্যের ভিক্ষা করা উচিত নয়। তিনি একাকিনী নর্দ্দমার ধারে দাঁড়াইয়া ঠিক করিলেন, এই বনকচু খাইয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিব, কিন্তু অগ্রে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। তিনি একান্ত মনে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া আপন অভাব জ্ঞাত করিলেন। প্রার্থনা সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে এক জন দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ওয়ার্ড সাহেবের নিকট-হইতে কয়েকটী পয়সা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল; এই পয়সাতে তাঁহার এই দিন এক প্রকার অতিবাহিত হইল। এই প্রকারে কিছু দিন শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবদের নিকটহইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্যামপ্রিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে সত্য ও পাপির পরিত্রাণের নিমিত্ত একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শ্যামপ্রিয়া ১৮১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে জলসংস্কার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হয়েন।

কিছু দিন পরে শ্যামপ্রিয়া নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া রামপ্রিয়ার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তখন রামপ্রিয়ার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আপনাকে পাপী বলিয়া জানিতে পারিলেন ও যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যে পরিত্রাণ লাভ হয়, তাহাও

বুঝিলেন, কিন্তু স্বামী ও সন্তানাদির মায়া পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামির নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সে কহিল,—“তুমি যাইতে চাও, যাও; কিন্তু আমাকে ও তোমার সন্তানদিগকে আর দেখিতে পাইবে না।” রামপ্রিয়া ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। শ্যামপ্রিয়ার নিকট-হইতে যে সমস্ত উৎসাহজনক কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে সম্পূর্ণ আশা ছিল যে, ত্রাণকর্ত্তা যীশু তাঁহাকে কখন ত্যাগ করিবেন না। সেই ত্রাণকর্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৮১১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাপ্তাইজিত হয়েন।

১৮৪০ সালে অত্যন্ত পীড়ার সময়েও রামপ্রিয়ার মন সুস্থির ও শান্ত ছিল। ত্রাণকর্ত্তা যীশু ভিন্ন তিনি আর কাহারও উপর নির্ভর করেন নাই। ৫ ই ডিসেম্বর তারিখে প্রভুতে আনন্দ করিতে২ রামপ্রিয়া এই জগৎ পরিত্যাগ করেন। রামপ্রিয়াকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার সময়ে এক ব্যক্তি শ্যামপ্রিয়াকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল,—“তোমার ভগিনী পিতার বাটীতে গিয়া এখন আনন্দ করিতেছেন।” অশ্রুজল মুছিতে২ শ্যামপ্রিয়া উত্তর করিলেন,—“হাঁ, বটে, সেই ভাল; ইহকালের সমস্ত দুঃখহইতে রক্ষা পাইয়াছে; আমা অপেক্ষা সে ধার্ম্মিক ছিল, তাই আগে গিয়াছে।”

রামপ্রিয়ার মৃত্যুর পর শ্যামপ্রিয়া একাকিনী হইয়া পড়িলেন। দুই ভগিনীতে যে২ উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্যামপ্রিয়া একাকিনীই করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারও পীড়া হইল। পীড়ার সময়ে শ্যামপ্রিয়ার বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমভাব দেখিয়া হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টীয়ান

সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিল,—"ইনি সত্য খ্রীষ্টীয়ান।" শ্যামপ্রিয়া ভজনালয়হইতে কখনই অনুপস্থিত হইতেন না, ও প্রভুর মেজের নিকটে গমন করিতে বিশেষ আনন্দিত হইতেন। মৃত্যুশয্যায় কেহ তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলে তিনি সর্বদাই আপনার ভগিনীর রচিত গীতের নিম্নলিখিত পদটী আওড়াইতেন ;—

"ভাঙ্গা তরি, তুফান ভারি, যীশু কাণ্ডারী পার করিবেন আমারে।"

১৮৫১ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে ৭৯ বৎসর বয়সে শ্যামপ্রিয়া পরলোকগতা হয়েন।

নিম্নলিখিত গীতটী শ্যামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়ার রচিত। ইহা তাঁহারা সর্বদা গান করিতেন—

"জগতে এসেছেন যীশু হে ঐ পাপী তরাইতে,
পাপী তরাইতে হে অধম তারিতে,
প্রভু এসেছেন হে অধম তারিতে।

১ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে তুমি, বড় দীনহীন পামর
হে আমি,
দয়া করে যীশু মোরে পার উদ্ধারিতে ;
তোমার নিজ গুণে পার উদ্ধারিতে।

২ যীশুর ধর্ম্ম মর্ম্মের বিচার ও ভাই কে বুঝিতে
পারে হে তাহার,
পাপিজনা তাহাতে হাসে, সাধু কাঁদিছে অন্তরেতে,
দয়াল যীশুর লাগি সাধু কাঁদিছে অন্তরেতে।

৩ যীশুর নামে মার রে ডঙ্কা, ও ভাই জগতে লেগেছে শঙ্কা ;
জাতি কুলের ভয়েতে নরে তারা না পারে ভজিতে,
দয়াল যীশুর চরণ না পারে ভজিতে।

৪ যীশুর চরণ কর রে সার, যদি ভবসিন্ধু হবে রে পার,
সত্ত্ব করে যীশুকে ভজ, যদি যাবে স্বর্গ পুরেতে
দয়াল যীশুর নামে ও ভাই যাবে স্বর্গপুরেতে।”

যে পাপিষ্ঠা নারী সিমিয়োনের বাটীতে প্রভুর পদসেবা করিয়াছিল, তাহার নাম যেমন সুসমাচারের সঙ্গে২ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার হইতেছে, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয় মণ্ডলীগণের মধ্যে শ্যামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়ার নাম বিদিত। ইহাঁরা পাপহইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সর্ব্বদা যত্নবতী ছিলেন। শেষে সেই একমাত্র পাপহারী ত্রাণকর্ত্তার পরিচয় পাইয়া পাপহইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এক্ষণে ইহাঁরা বৈকুণ্ঠধামে পিতা ঈশ্বরের নিকট বাস করিতেছেন।

৩৩। প্রয়াগনাথ দাস।

সিউড়ির পশ্চিম লাউযোড় গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। ১৮৫৪ সালে ইনি সপরিবারে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার পর তিনি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ভবানী-পুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি ছয় বৎসর কালমাত্র পৃথিবীতে প্রভুর সেবা করেন। এই ছয় বৎসর কাল প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত যে প্রভুর সেবা করিয়া-ছিলেন, তাঁহার কার্য্যই তাহার প্রমাণ। প্রয়াগনাথ লেখা পড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু শিশুবৎ সরল বিশ্বাস ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মানুরাগ হেতু তিনি মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃগণের ও প্রতিবেশীগণের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। ১৮৬০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। দন্ত রোগে তাঁহাকে প্রায় এক মাস কাল শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপি

কষ্টের সময়ে তাঁহাকে একবারও কাতরোক্তি করিতে শুনা যায় নাই। তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকিতেন। পীড়ার আরম্ভে পাদরি হিল্ সাহেব বিলাত গমনোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তার পর হিল্ সাহেব, তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—"মণ্ডল, এখন আমি বিদায় হই, ভরসা করি, অল্প দিন পরে পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হইবে?" এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন,—"কিন্তু, মহাশয়, ইহা নিশ্চয় যে স্বর্গে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে।" প্রয়াগনাথ গীত গাহিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও উচ্চৈঃস্বরে গীত গান করিতেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী গীত যখন তখন তিনি গান করিতেন;—

(১) "আমার সকল ভরসা থুইয়াছি তোমাতে,
যীশু, যা কর হে নিজ গুণেতে" ইত্যাদি।

(২) "একবার যীশু বল্যে ডাক রসনা"—ইত্যাদি।

(৩) "দিন থাকতে বাঁধ তরি যদি পার হবে ভব
তুফানে।" ইত্যাদি।

(৪) "যদি যাইতে পারি যীশুর রাজ্যে, তবে
প্রাণ বাঁচে।" ইত্যাদি।

(৫) "যীশু খ্রীষ্টের শরণ লইয়াছি, আর ভবভয়ের
ভাবনা কি?" ইত্যাদি।

এই সমস্ত গীত তিনি স্বয়ং পুনঃ২ গান করিতেন এবং আপন প্রিয়তম বালক ও বালিকাকে গান করিতে অনুরোধ করিতেন। গান সময়ে তাঁহার চক্ষুহইতে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত হইত। পীড়া শয্যায় তাঁহার কন্যা বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকটে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তক

পাঠ ও প্রার্থনা করিতেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া অনেক সান্ত্বনাসূচক বাক্য বলিয়া কহিলেন,—"তোমরা কোন বিষয়ে ভাবিত বা হতাশ হইও না; ঈশ্বরেতে নির্ভর কর। তিনি বিধবার স্বামী, ও পিতৃহীনের আশ্রয়; তিনি তোমাদের সকল অভাব দূর করিবেন।"

মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সূর্য্যকুমার ঘোষ ও মণ্ডলীস্থ কয়েক জন ভ্রাতার কথার উত্তর দিয়া বলিলেন,—"আমি এখন বেশ আছি। আমার সন্তান সন্ততিগণ যেন প্রভুকে প্রেম করিতে শিখে, এই বিষয়ে আপনারা যত্নবান হইবেন।" এই তাঁহার শেষ কথা। ইহার পর তিনি অধিকক্ষণ জীবিত ছিলেন না। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন, ও দেখিতে২ তাঁহার প্রাণবায়ু দেহহইতে বিনির্গত হইল।

৩৭। নীলমণি বিশ্বাস।

নীলমণি বাবুর মনঃপরিবর্ত্তন ও মৃত্যুর বিবরণ অনেক যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছি। নীলমণি বাবুর মৃত্যুর পর ভবানীপুর খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব উপদেশক বাবু সূর্য্যকুমার ঘোষ একটী উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রচার করেন। এই উপদেশে নীলমণি বাবুর বিবরণ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। আমরা কেবল স্থানে২ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সূর্য্য বাবুর ভাষাতেই সেই বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"১৮২৩ সালের জুন মাসের শেষ দিন কলিকাতার বার ক্রোশ পশ্চিমে মথুরাবাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভবানীপুরে স্বীয় ভ্রাতাদের সহিত বাস করেন। আমাদের সোসাইটীর (লণ্ডন মিসশরি) রাণীগঞ্জের সামান্য

ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি কয়েক বৎসর পাঠ করেন। ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকিয়া আশাহীন ও ঈশ্বরত্যাগী রূপে কালক্ষেপ করিতেন। সেই বৎসর (ঠিক কোন্ মাসে আমার স্মরণ নাই।) ব্যবসায়াদি করিবার অভিপ্রায়ে নীলমণি উকিল গ্রাণ্ট সাহেবের নিকটহইতে এক দিন ২০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য কথাবার্ত্তার মধ্যে ধর্ম্মবিষয়েও অনেক কথা হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, এই রূপ বিশ্বাস হইলে, তিনি ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। দুই মাস পর্য্যন্ত তিনি আমার ও তারাপ্রসাদ বাবুর সহিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন। পাঠ করিতে২ যাঁহার দ্বারা শিক্ষিত, যাঁহাকর্তৃক আকর্ষিত না হইলে, কেহই প্রভুর নিকট যাইতে পারে না, সেই পিতা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। ১৮ ই ডিসেম্বর তারিখে পাদরি ষ্টুরো সাহেব তাঁহাকে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের নামে বাপ্তাইজিত করিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত করেন। সেই সময়হইতে গত ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সমাজমধ্যে ছিলেন, তাঁহার আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি।

মৃত্যুশয্যায় প্রভুর প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং প্রীতি বিশেষ রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পীড়াপ্রযুক্ত শারীরিক কষ্ট অকথনীয় হইলেও তাঁহার মন সুস্থির ছিল। পীড়ার সময়ে তিনি আপনি নিরন্তর প্রার্থনা করিতেন এবং বন্ধুগণকে পুনঃ২ মিনতি করিয়া তাঁহার জন্য ঈশ্বরের চরণ ধরিতে বলিতেন। মরণের কয়েক দিন পূর্ব্বে যাতনায় কাতর হইয়া তিনি এক সময়ে এই রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে প্রভো,

এই সকল কষ্ট যাহাতে সহ্য করিতে পারি, এরূপ ধৈর্য্যশক্তি আমাকে প্রদান করুন। ধন্য তোমার নাম, যে ইয়োবের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটক হয় নাই, কেবল এক স্থানে একটীমাত্র হইয়াছে।" কি মনোহর প্রার্থনা! এমন প্রার্থনা কি নিষ্ফল হইতে পারে? পিতা কি পুত্রের এরূপ কাতর স্বরে কর্ণ রুদ্ধ করিতে পারেন? তিনি কি বলেন নাই, আমি তোমার সময়ানুসারে তোমাকে শক্তি দিব? আমাদের ভ্রাতার অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহার ভক্তি দেখিয়া, তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে বহুল পরিমাণে ধৈর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং মরণ দিন পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মুখহইতে বচসার কথা শুনিতে পায় নাই। তাঁহার চিত্ত স্থির দেখিয়া আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

মরণের পূর্ব্ব দিবস বিশ্রামবার সায়ংকালে চিকিৎসকের নিকট শ্রবণ করিলাম যে, তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা নাই। আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রভুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলাম। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'আমি বুঝতে পেরেছি, যে আমার পীড়া শক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি। আর কি বলবো? আমার পরিবারকে তোমরা পাঁচ জনে দেখো।' তাঁহাকে যে শীঘ্রই পরলোকগমন করিতে হইবে, তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রে তাঁহাকে কিছু আহার করিতে বলিলে, তিনি কহিলেন,—"আর এ জগতের কোন জিনিষ খাব না; আমি খ্রীষ্টকে আহার ও খ্রীষ্টকে পান করিব।" তৎপরে অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" কৈলাস বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি প্রস্তুত আছেন?" তিনি উত্তর করিলেন,—'হাঁ।'

তৎপরে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন,—'আমি আর এ জগতের কোন জিনিষ খাব না।' তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন,—'তুমি আমাকে কার্ কাছে রেখে যাচ্ছ?' তিনি উত্তর করিলেন,—'তোমার আর কি কর্‌বো?' এই সময়ে নীলমণি বাবুর মন একটু অস্থির হইয়াছিল।*** অম্বিকা বাবু তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন,—'নীলমণি বাবু, তোমার পীড়া কঠিন, তোমাকে ঈশ্বর পরলোকে লইলেও লইতে পারেন। অতএব তোমার তজ্জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। তুমি তদ্বিষয়ে চিন্তা কর এবং ঈশ্বরকে স্মরণ কর, ও তাঁহার শরণ লও। তুমি জান, ঈশ্বর পাপির মরণে সন্তুষ্ট নন; পাপী যদি মন ফিরাইয়া বাঁচে, তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ। যে কেহ তাঁহার নিকট যায়, তিনি কাহাকেও কখন পরিত্যাগ করেন না।' এই কথা বলিয়া অম্বিকা বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—'তোমার মনের অবস্থা কেমন? তুমি কি মনে শান্তিভোগ করিতেছ?' তিনি উত্তর করিলেন,—'আধাআধি খ্রীষ্টীয়ান আমাকে ভাল লাগে না।' অন্য দুই এক কথার পর অম্বিকা বাবু বলিলেন,—"এরূপ অবস্থায় শয়তান নানা প্রকারে কুপরীক্ষা ঘটাইয়া লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, অতএব শয়তানকে দূর করিয়া দেও, এবং ঈশ্বরের নিকট এই রূপ প্রার্থনা কর—'হে ঈশ্বর, তুমি এই সময়ে আমার পরামর্শদাতা হইয়া, আমাকে সুপরামর্শ প্রদান কর, আমাকে স্বর্গীয় শান্তি দান কর, আমার সহবর্ত্তী হও এবং আমি যেন শয়তানকে আমার নিকটহইতে দূর করিতে পারি, এমন শক্তি আমাকে দাও;'" অম্বিকা বাবু আমাকে বলিলেন,—'আমি এই কথা বলাতে, তিনি করযোড়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরে আমি বলিলাম—

এক বার প্রর্থনা করি। তাহাতে তিনি,—হাঁ, বলিলেন। পরে আমি প্রর্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।'

এই সময়হইতে তাঁহার মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস বা চঞ্চল ভাব কিছুই উদয় হয় নাই। 'শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমার নিকটহইতে পলায়ন করিবে; ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমার নিকট-বর্ত্তী হইবেন,'—এই কথা তাঁহার পক্ষে সফল হইয়া-ছিল। তদবধি শেষ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া-ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৈলাস বাবু গিয়া দেখিলেন, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। কি প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হওয়াতে তিনি তাঁহার মুখের উপর কর্ণ পাতিয়া রহিলেন এবং এই কএকটী কথা শুনিতে পাইলেন,—হে প্রভো, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিতেছি। তুমি দয়া করিয়া তাহা লও, এবং শীঘ্রই আমাকে তোমার নিকটে লইয়া যাও; ও এই কষ্টহইতে মুক্ত কর। তৎপরে কৈলাস বাবুকে নিকটে দেখিয়া তিনি পরামর্শ ভাবে কহি-লেন,—'ভাই, আমি তোমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতাম, এই জন্য শেষ বার তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, যখন কোন কর্ম্ম কর, অগ্রে ভাবিও যে, জগৎ অসার।'

বেলা প্রায় ২ টার সময় পেন সাহেব আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—'নীলমণি বাবু, তুমি কেমন আছ? তুমি কোথায় যাইতেছ?' তিনি উত্তর করিলেন,—'স্বর্গে, স্বর্গে।' পেন সাহেব তৎপরে তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিলেন, তিনি সমস্ত ক্ষণ করযোড় করিয়া রহিলেন, এবং প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে 'আমেন' বলিয়াছিলেন। আমিও যত বার তাঁহার সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তদুপলক্ষ্যে তিনি ঠিক তদ্রূপ

করযোড় থাকিয়া সর্ব্বশেষে 'আমেন্' বলিয়াছিলেন। পেন সাহেব চলিয়া গেলে আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া ধর্ম্ম-পুস্তকহইতে বিশেষ২ অংশ পাঠ করিলাম, পঠিত বাক্য যে তিনি মনোযোগসহকারে শ্রবণ ও তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দুই তিন বার হাঁ—হাঁ—সত্য—বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেদনাপ্রযুক্ত কিছু কষ্ট হইতেছে বলাতে, আমি শাস্ত্রের এই পদ তাঁহার নিকট পাঠ করিলাম,—'আর আমাদিগের প্রতি যে বিভব প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে আমি এই বর্ত্তমান কালের দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করি। এবং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না এবং শোক ও বিলাপ ও ব্যথা আর হইবে না; কেননা পুরাতন বিষয় সকল গত হইল।' এই দুইটী পদ শ্রবণ করিয়া তিনি স্মিতমুখে কহিলেন,—হাঁ, ঠিক কথা।'

যীশুতে আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে নাকো,
হইবে না পরিতাপ, শোক দুঃখ দুর্ব্বিপাক।

১ কেন সতত অস্থির, চিন্তামণি চিন্তা কর,
সব চিন্তা যাবে দূর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।

২ কেন অনর্থ বিষাদ, যীশুতে রাখ আহ্লাদ,
কাটিতে পাপের ফাঁদ, হৃষ্টচিত্তে খ্রীষ্টে ডাক।

৩ কর সদা সাধুসঙ্গ, গাও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ,
এরূপে জীবন সাঙ্গ, হৈলে পাপে স্বর্গে সুখ।

এই গীতটী তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। দুই তিন বার ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পদ গান করিয়াছিলেন। 'তোমার মন কেমন?' এই কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই তিনি বলিয়াছিলেন,—'বেশ, ভাল আছে।' 'তুমি কি খ্রী-

ষ্টকে দেখিতে পাইতেছ?' আমি ইহা জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন,—'না, স্পষ্টরূপে না—তাঁহার গৌরব দুই এক বার দেখিয়াছি।' অল্পক্ষণ পরে তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—'পরিষ্কার, পূর্ণানন্দ।'

এই কথা বলিবার পর তিনি স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন,—কি বলচো? কিছু কি বলতে চাও? তিনি বলিলেন,—"প্রভুর দাসী হইয়া, জীবনযাত্রা ক্ষয় করিও, আর কিছু বলিবার নাই।" পরে তিনি আপন বালক তিনটীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, —'প্রভুর দাস হইয়া বেঁচে থাক।'

'তুমি এখনও বাঁচলে বাঁচতে পার, তুমি বাঁচবে, আমাদের মনে এমন ভরসা হচ্চে।' তারাচরণ বাবু এই কথা বলাতে তিনি আপনার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'আমি ত প্রভুকে আপন প্রাণ দিয়াছি; যদি তিনি ফিরে দেন, তবে তাঁহারই গৌরব হবে।' তাঁহার ছাত্রেরা সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—বৎসগণ, 'আমি ত মরচি। সংসার যে অসার, তাহা আমি ভাল রূপে জানতে পেরেছি। যদি মরবার সময় শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে ধর্ম্মধন সঞ্চয় কর, প্রভুতে বিশ্বাস কর।' ভবানীপুরস্থ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার শিয়রে বসিয়াছেন, দেখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, 'রাখাল বাবু, ভাই, তুমি ত সকলই জান, তোমাকে আর কি বলবো? এখন আমি যাচ্ছি। সংসার অসারের অসার। যদি আমার মত মৃত্যুশয্যায় পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে চাও, তবে শীঘ্র যীশুতে বিশ্বাস কর; নচেৎ যন্ত্রণা এড়াইতে পারিবে না। এই রূপে যা-

হাকে যাহা বলা উচিত, পবিত্র আত্মার দ্বারা শিক্ষিত হইয়া মিষ্টভাষে প্রেমসহকারে তাহাকে তাহাই বলিলেন।

সায়ংকালে আমার কোন কথার উত্তর দিয়া কহিলেন, 'আমি প্রভুকে বুকের পাটাস্বরূপ করিয়াছি।' অম্বিকা বাবু আর এক বার তাঁহাকে দেখিতে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভাই, নীলমণি, প্রভু কি তোমার নিকটবর্ত্তী আছেন? তুমি কি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতেছ?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ।' 'তুমি কি মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিবে, এমন সম্পূর্ণ ভরসা তোমার মনে আছে?' এ কথার উত্তরেও তিনি বলিলেন—'হাঁ।' অম্বিকা বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন, 'বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, না পরলোকে গমন করিতে ইচ্ছা হচ্ছে? মনের ভাব কি?' তিনি উত্তর করিলেন,—'বাঁচিতে ইচ্ছা হচ্ছে না, পরলোকেই যাইতে ইচ্ছা হচ্ছে।' 'ভাল, তুমি এখন পরলোকে যাইতেছ, কিন্তু স্বর্গের আনন্দ ও সুখ কিছু টের পাইতেছ?' তিনি বলিলেন,—'অল্প, অল্প।' অপর অম্বিকা বাবু কহিলেন, 'তুমি স্বর্গে অনেককে দেখিতে পাইবে। তোমার একটী সন্তানকে, আমার চারিটী সন্তানকে ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগের সন্তানদিগকে—লাক্রো সাহেবকে, পার্কার সাহেবকে ও মলেন্স সাহেবের মেমকে—আরও অনেক২ ধার্ম্মিক লোককে দেখিতে পাইবে;—বিশেষ আমাদের প্রভুকে দেখিতে পাইবে।' অম্বিকা বাবুর কথা শুনিয়া—তিনি হাসিতে২ বলিলেন,—'আমি গিয়া,—সকলকে দেখিব।'

শ্বাস হইলেও উপস্থিত শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—'আমি ধৈর্য্যপূর্ব্বক কষ্ট সহ্য করিয়াছি;—তোমরা কেন দুঃখ কর? আনন্দ কর!' মৃত্যুর

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নেত্রবাবুকে কহিলেন,— (ইহাই তাঁহার শেষ কথা।)—'খ্রীষ্টীয়ান হইয়া মরা কেমন সুখের বিষয়!!”

৩৮। মুন্সী সুজাত আলি।

মুন্সী সুজাত আলি, অযোধ্যাধিপতির জনৈক চিকিৎসকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাঁর পিতা নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং বিষয়ী বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। বাল্য কালহইতেই সুজাত আলি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও সেই ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। মহম্মদ যে বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা, এ বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার চরিত্রের কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই। তিনি অন্যান্য মুসলমান সাধারণের ন্যায় ক্রোধী ও অহঙ্কারী ছিলেন।

কালক্রমে সুজাত আলির পিতার মৃত্যু হইলে তিনি স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তদনুসারে তিনি ১৮২২ সালে কলিকাতার সন্নিকট হাবড়া উপনগরে উপস্থিত হয়েন। তিনি প্রতি দিন কলিকাতা ও ইহার উপনগরে ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সমস্ত দর্শন করিতেন। এক দিন কলিকাতা বহুবাজারে দুই জন খ্রীষ্টীয় প্রচারকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইউস্টেস্ কেরি নামক জনৈক প্রচারক এই সময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন। সুজাত আলি বাঙ্গালা উত্তমরূপে জানিতেন

না বটে, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিলে, তাহার ভাবার্থ বুঝিতে সমর্থ হইতেন। কেরি সাহেব যে খ্রীষ্ট যীশুর মরণ মঙ্গলসমাচার প্রচার করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিয়া প্রচারকদিগের নিকটে গমন পূর্ব্বক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। বাগচি নামক এক জন দেশীয় প্রচারক সাহেবের সহিত ছিলেন। ইহাঁর সহিত সুজাত আলি অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিদায় গ্রহণ কালে বাগচি সুজাত আলিকে একখানি উর্দ্দু ভাষার ধর্ম্মপুস্তক প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া সুজাত আলি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষ বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে সাহেবকে ঠকাইবেন, এই ইচ্ছা সেই সময়ে তাঁহার মনে বিশেষরূপে বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকপাঠে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তিনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা আকর্ষিত হইলেন, পরদিন আবার প্রচারকদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই দিনের কথোপকথনে তাঁহার মনহইতে অনেক সন্দেহ দূর হইল, এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। তিনি ইয়েট্‌স্ সাহেবের নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুজাত আলি খ্রীষ্টীয়ান হইবেন, এই সংবাদ দেশে পঁহুছিলে, তাঁহার মাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ও আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সুজাত আলির বিশ্বাস চঞ্চল হয় নাই। খ্রীষ্টীয়ান হইলে, তিনি সমস্ত বিষয় হারাইবেন, এই কথা বলা হইলেও, তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। ত্রাণকর্ত্তা যীশুকে বহুমূল্য জানিয়া তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল। মাতা,

ভগিনী, ও নিজ সহধর্ম্মিণী, কি আর কাহার বাক্যে অন্ধ হইয়া যে অমূল্য নিধি পাইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা এক বারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি ১৮২৪ সালের ৮ই মে তারিখে কলিকাতার গঙ্গাতে সর্ব্বসমক্ষে জলসংস্কার গ্রহণ করেন। সেই অবধি মুনসী সুজাত আলি প্রভুর সেবাতে ও প্রশংসাগীতে আপন প্রবাস কাল সভয়ে ও সকম্পে যাপন করিয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন।

মুনসী সুজাত আলি বহু দিবস পীড়াভোগ করিয়াছিলেন। বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীর জনৈক মিশনরি লুইস সাহেব ১৮৬৫ সালে ইংলণ্ডগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে মুনসী সুজাত আলি লুইস সাহেবের মেমকে বিদায় দিবার নিমিত্ত কলিঙ্গা মণ্ডলীতে একটী সভা করেন। এই সভাতে তিনি মেম সাহেবের এই দেশ পরিত্যাগ করণে দুঃখ প্রকাশ ও তাঁহার জন্য প্রার্থনা করেন। সভা ভঙ্গ হইলে গৃহে যাইতে না যাইতেই ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। বন্ধু-বান্ধব ও ডাক্তার উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু শীঘ্র পীড়া এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, তাঁহার আরোগ্য মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি যে এই বার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার মৃত্যুশয্যার নিকট ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মাদক দ্রব্য অর্থাৎ ব্রাণ্ডি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি অসম্মত হইয়া বলিলেন.—"মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অচেতন হইবার এ সময় নয়। এ সময় জাগ্রৎ থাকিবার সময়, এবং বুদ্ধি পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক।" এই কথার পর, তিনি জনৈক বন্ধুকে সাংসারিক যে ২ কথা বলিবার ছিল, বলিয়া মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করিলেন, মৃত্যুকে

তিনি কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। সর্ব্বদাই নির্ভীক ও শান্তি-যুক্ত ছিলেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই মুনসী সুজাত আলি পাদরি ডবলু এইচ, পিয়ারস্ সাহেবের মৃত্যুশয্যার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন,—"ভাই, ভয় করো না; প্রভু নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন।" পিয়ারস্ মুনসীর কথা শুনিয়া প্রফুল্ল বদনে বলিয়াছিলেন,—"হাঁ, তিনি নিকটে আছেন, ইহা সত্য।" সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের সময়ে যিনি এক ভ্রাতাকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অদ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, ও পরলোকে প্রবিষ্ট হইতেছেন, পাঠক, এক বার এই স্থানে দাঁড়াইয়া এই বিষয় চিন্তা করুন।

এক জন বন্ধু মুনসী সুজাত আলিকে জিজ্ঞাসিলেন,—"যীশু কি নিকটে আছেন?" এই কথাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"ভাই, এই রূপ সময়ে প্রভু কি আপনার ভক্ত-দিগের নিকটে উপস্থিত থাকিতে অঙ্গীকার করেন নাই? তিনি বিশ্বস্ত; তিনি এখানে আছেন।" দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মুনসী সুজাত আলি এই কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবের একটী প্রশ্নের উত্তরে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া ও স্থিরদৃষ্টি হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল।" এই রূপ কথা বলিতে২ মুনসী সুজাত আলি নিত্যানন্দ পুরীতে উপস্থিত হয়েন। "যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা ধন্য।"

৩৯। হেমলতা সরকার।

ইনি ভবানীপুরস্থ জনৈক খ্রীষ্টীয়ানের কন্যা। সুতরাং

অতি শিশু কালহইতেই ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যে প্রকৃত ভাবে ত্রাণকর্ত্তা যীশুর দাসী ছিলেন, মৃত্যু-শয্যাই তাহার প্রমাণ। বহু দিবস পীড়াশয্যায় শায়িত থাকিলেও তিনি এক দিনের তরেও প্রভুর বিরুদ্ধে বচসা করেন নাই। মৃত্যুর অতি অল্প দিনপূর্ব্বে স্বামী ও একমাত্র সন্তান-বিরহে কাতর হইলেও তাঁহার মনে শান্তি ছিল। মৃত্যুর পর প্রভুর নিকট যাইবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। ঠিক মৃত্যুর সময় তিনি আপন ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা পিতাকে ডাকিয়া সকলকে চুম্বন করিয়া, বলিলেন,—"আমি যীশুর কাছে যাচ্ছি। তোমরা আমার জন্য কেহ কান্দিও না। মাকে কাঁদিতে দিও না।" এই কথা বলিয়া, সকলের অজ্ঞাতসারে চির কালের নিমিত্ত হেমলতা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেন। ১৮৬১ সালে মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৪০। বকুলমণি মণ্ডল।

ইনি ভবানীপুর খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে পাদরি লাক্রো সাহে-বের দ্বারা বাপ্তিস্ম সংস্কার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি জীবনে ও মরণে আপন ত্রাণকর্ত্তা প্রভু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, তাহা প্রভুর দাসীরই উপযুক্ত।

বকুলমণি অতি অল্প দিবসমাত্র পীড়িত ছিলেন, কিন্তু পীড়ার ছয় মাস পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। ১৮৭৩ সালের ৭ ই ও ২২ শে এপ্রিল দুই বার তাঁহার ওলাউঠা হয়। উপযুক্ত-রূপে চিকিৎসা হওয়াতে এই দুই বারই তিনি আরোগ্যলাভ

করেন। এই সালের মে মাসের এক দিন তাঁহার অতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু এই পীড়ার কথা তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। সমস্ত দিন পীড়িতাবস্থায় গৃহকর্ম্ম করিয়াছিলেন, ও কতিপয় আত্মীয় বন্ধুর সহিত শেষ বার সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চিরসুহৃদ প্রাচীন ভ্রাতা বাবু পদ্মলোচন দত্তের সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার সময় সন্নিকট, তুমি আমার অনেক কালের বন্ধু; কিন্তু তুমি পীড়িত, আমার মৃত্যুকালে তুমি যাইতে পারিবে না। এই জন্য জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।" সায়ংকালে তাঁহার পুত্র আফিস হইতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মাতা সমস্ত গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন এবং এক জন আগন্তুকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার মুখ শাকবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পুত্র জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, তোমার কি হইয়াছে?" তিনি উত্তর করিলেন,—"না, বাবা, কিছুই হয় নাই।" পুত্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন,—"হাঁ, মা, তোমার কিছু হইয়াছে, বল।" এই রূপ পীড়াপীড়িতে তিনি বলিলেন,—"আমার অল্পমাত্র পেটের অসুখ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটী মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার নাড়ী বিগতপ্রায় ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উপযুক্তরূপে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু চিকিৎসার কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল। পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—"বাবা, আমার কাছে বসিয়া একটী প্রার্থনা কর। আমার আর দুই বার এই রূপ পীড়া হইয়াছিল। সেই

দুই বারই তুমি আমার কাছে বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তরস্বরূপে দুই বারই আমাকে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বার তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন না। কারণ তিনি স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। আর তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। কিন্তু আমার সৌদামিনী ও জামাই বাবু এখনও আসেন নাই। তাঁহারা যত ক্ষণ না আসেন, আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখ।" রাত্রিতে তাঁহার রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইল। তিনি প্রাতঃকালে বলিলেন,—"আর অল্পক্ষণ পরে তোমরা ক্রন্দন করিবে। আমাকে জন্মের মত এক বার উঠাইয়া বসাও।" এই রূপ করা হইলে আবার তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। এই সময়ে তাঁহার অঙ্গ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। বোধ হয়, এই সময়ে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলেন। তৎপরে তিনি স্বামিকে দুই একটী কথা বলিয়া, (৭ই মে তারিখে) চিরকালের নিমিত্ত ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেন।

৪১। বেন্দা।

বেন্দা পাঁচ জন দরিদ্র বালকের মধ্যে বড় ছিল। বার বৎসর বয়সের সময়ে সে ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাখরগঞ্জ জেলার একটী পাঠশালে পাঠ শিক্ষা করিত ও প্রতিপালিত হইত। আড়াই মাসের মধ্যে তাহারা প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, উত্তমরূপে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হয়। এই পাঠশালে উত্তমরূপে ধর্ম্মপুস্তক শিক্ষা করিয়া, তাহারা

নিজ গ্রামে গমন করে, এবং তথায় যীশুবিষয়ক জ্ঞান পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীগণের নিকট আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতে থাকে।

বেন্দা এক দিন হাটহইতে প্রত্যাগমন কালে পীড়িত হয়। অর্দ্ধরাত্র সময়ে সকলে বুঝিতে পারিল, তাহার ওলাউঠা পীড়া হইয়াছে, জীবন সংশয়। তাহার দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ধর্ম্মপুস্তক আনিয়া পাঠ করিতে লাগিল। লূকের সুসমাচারহইতে অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত ও দায়ূদের গীতের ৫১ গীত এবং নানা প্রকার সান্ত্বনাপ্রদায়ক কথা পাঠ করিল। বেন্দার পিতা এই সময়ে শোকেতে অধৈর্য্য ছিল। সুতরাং সে কিছুই বলিতে বা করিতে পারে নাই। এই দুই ভ্রাতা বেন্দার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিল। তাহারা বেন্দাকে বলিল,—"তুমিও প্রার্থনা করিয়া যীশুকে ডাক, কারণ যীশু খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা সমস্ত পাপহইতে আমরা পরিষ্কৃত হই।" এই প্রকার কথোপকথনে সমস্ত রাত্রি গত হইল। বেন্দা গ্রামস্থ মণ্ডলীর উপদেশককে জিজ্ঞাসিল, "আজি কি বার?" উপদেশক উত্তর করিলেন,—"আজি রবিবার।" এই কথা শুনিয়া মুমূর্ষু বালক বিশ্রামবারসম্বন্ধীয় দুইটী গীত গান করিল। গীত গান সমাপ্ত হইলে বেন্দা উপদেশককে জিজ্ঞাসিল,—"এমন মহাপাপী কি পরিত্রাণ পাইতে পারে?" উপদেশক ধর্ম্মপুস্তকসঙ্গত বিহিত উত্তর প্রদান করিলে, বালক এরূপ নম্রভাবে এবং প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রার্থনা করিল যে, তাহাতে উপস্থিত লোকদেরও চক্ষুহইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। বেন্দা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিল, ও দায়ূদের ষষ্ঠ গীতে লিখিত কথা উল্লেখ করিয়া আপন পাপ স্বীকার করিল, এবং পাপ ক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনাও করিল। পরিশেষে

এক বার উচ্চৈঃস্বরে—"হে পিতঃ, হে প্রভো," বলিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইল।

৪২। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উমেশচন্দ্র বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে২ পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। প্রভুর আত্মার সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিলে, তিনি ভবানীপুরস্থ মিশনরিদিগের দ্বারা বাপ্তিস্ম সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, প্রভুর মণ্ডলীভুক্ত হয়েন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বাসে রক্ষিত হইয়াছিলেন, ও প্রভুর গৌরবপ্রকাশিকা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৩ সালের ৫ ই জুন তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত যে কথা কহিয়াছে, সেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তিনি পীড়াভোগকালে কখন বচসা করেন নাই। পীড়ার সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসিত, "উমেশ বাবু, কেমন আছ? তোমার কি কোন কষ্ট হইতেছে?" তিনি সর্ব্বদাই উত্তর করিতেন, "না, আমার কোন বিশেষ কষ্ট নাই।" মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী নিকটে গিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার শরীর বড় ফুলিয়াছে, পীড়াও শক্ত; এ সময়ে তোমার মনের অবস্থা কেমন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার মনের অবস্থা কেমন, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? শরীরের কষ্টের দিকে আমার মন নাই। মরিলে পর যেখানে যাইব, সেই স্থানকার বিষয় এখন ভাবিতেছি। আমি বাঁচি ত খ্রীষ্টের, মরি ত নিজের লাভ।" ভবানী-

পরন্তু মণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব উপদেশক সূর্য্য বাবু তাঁহাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"উমেশ বাবু, তুমি মরিতে কি ভীত হইতেছ? তোমার মনে কি শান্তি আছে?" উমেশ বাবু উত্তর করিলেন,—"না; আমি মরিতে ভীত নহি। আমি ঈশ্বরের হাতে আপন আত্মা সমর্পণ করিয়াছি। আমি জানি, মরিলে স্বর্গে যাইব। কিন্তু যখন ছোট বালক ও বৃদ্ধা মাতার বিষয় স্মরণ হয়, তখন মনটা একটু চঞ্চল হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমার ভরসাস্থল।" মথুর বাবুর সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথনের পর, তিনি নিম্ন লিখিত গীতটী গান করিয়াছিলেন,—

"খ্রীষ্ট-স্বামির সৌন্দর্য্য কত, মন যদি জানিত,
ভাবিতে২ গুণ প্রেমেতে মোহিত হৈত।"
১। সচেতনে অনুক্ষণ, ভাবিত সেই চরণ,
সে রব করে্য শ্রবণ, প্রাণদ্বার খুলে্য দিত।
২। শিশিরেতে সিক্ত তাঁর, কেশ বেশ স্বর্ণহার,
মোহনিদ্রা যে আমার, নতুবা মিলন হৈত।
৩। শুন ওহে কন্যাগণ, পেলে নাথ দরশন,
কৈল সব বিবরণ, মম মনে খেদ যত।
৪। মুগ্ধ বিচ্ছেদসাগরে, নাথে কি দেখিব দ্বারে,
এলে তাঁর ধরি করে, মম ত্রুটি কব যত।"

মথুর বাবু চলিয়া গেলে, তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি তো চল্‌লে, এখন আমাকে কার্ কাছে রেখে যাচ্ছ?" স্ত্রীর এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি একেবারে যাচ্ছি না। আমি যে বিশ্বাসবাটীর অন্তরঙ্গ হইয়া তোমাকে হিন্দুগৃহহইতে লইয়া আসিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত সেই বিশ্বাসে রক্ষিত হইয়াছি।" এই কথা শেষ হইলে তিনি আস্তে২ নিম্নলিখিত গীতটী গান করিলেন,—

"যীশু, দেখ হে! সে সময়ে,
এই অকৃতি সন্তান, নাহি ধর্ম্ম-জ্ঞান,
কৃপাদান করো, পাপী তনয়ে।
১ ওহে যবে হবে মন, এই কণ্ঠরোধ,
রহিবে না কোন, হিতাহিত বোধ,
আমি পাপী তাই করি অনুরোধ,
তেজি ক্রোধ, রেখো নিজ আলয়ে।
২ আমার সংসারবাসনা, গেল না গেল না,
তব পদ ধ্যান, হলো না, চলো না,
উপায় কি করি, কি হবে বল না,
মরি হে সদাই, তাই ভাবিয়ে।"

এই গীত গান করিবার পর উমেশ বাবু এ জগতে আর কোন কথা কহিতে পারেন নাই। দেখিতে২ তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। এবং সেই অবস্থাতেই তিনি পরলোকপ্রবিষ্ট হইলেন।

৪৩। নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ইনি বেণালাস্থ লণ্ডন মিশনরি সোসাইটীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন ও প্রার্থনা-দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা উত্তমরূপে বুঝিয়া ভবানীপুরে বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিবার কিছু দিন পর মন্দসংসর্গে পড়িয়া ইনি অখ্রীষ্টীয়ানের মত অনেক ব্যবহার করিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা ইহাতে যে অত্যন্ত অসুখী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নিরঞ্জন বহু দিবস যক্ষ্মাকাশ রোগে কষ্ট প্রাপ্ত হন। এই রূপ বহুদিবসব্যাপী কষ্ট তাঁহার পারমার্থিক

মঙ্গলের কারণ। এই সময়ে তিনি দায়ূদের গীতের ৭৫ গীত পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন। এই পুস্তক ট্রাক্ট সোসাইটীদ্বারা মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছে। ইহা রচনা কালে তাঁহার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সঞ্চারিত হয়। দায়ূদের গীত প্রকাশিত হইলে, তিনি পশ্চিমাঞ্চলহইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পীড়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ডাক্তারের নিকট-হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তিনি প্রভুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে প্রভুর নিকট প্রার্থনা, গীত গান, শ্রবণ এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বদা কথোপ-কথন করিতেন। এক সময়ে আমি ও নেত্র বাবু উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যাই। এ সময়ে তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। নেত্রবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"নিরঞ্জন বাবু, তোমার পরিবারের জন্য কোন চিন্তা হইতেছে?" তিনি উত্তর করিলেন,—"না, কিছুই না; প্রভুর উপর সমস্ত ভরসা।" তৎপরে আমি কহিলাম,—"দেখুন, আমরা পৃথিবীতে কেবল অল্পকাল মাত্র থাকি। অতএব ইহাতে আমাদিগের কোন প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়। মন সর্ব্বদা যেন স্বর্গের দিকে থাকে। স্বর্গে ধন সঞ্চয় করুন। যেখানে আমাদের ধন, সেই থানেই আমাদের মন।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"হাঁ, সত্য বটে।" তৎপরে তিনি আমাকে একটী গীত গান করিতে বলিলেন। আমি নিম্নোদ্ধৃত গীত গান করিয়া প্রার্থনা করিলাম।

ধরা নহে চিরবাস, যেতে হবে দূর দেশে,
হওরে প্রস্তুত মন, থাক প্রবাসির বেশে।

১ ছাড়িয়া মলিন বেশ, পর মন শুভ্র বেশ,
ত্যজ সব ক্রোধ দ্বেষ, পরনিন্দা পরিহাসে।
২ মজ না সংসারবিষে, প্রলয় ঘটিবে শেষে,
পড়িবে অশেষ ক্লেশে, নিরয়ভীষণাবাসে।

গীত গান ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা পুনঃ২ প্রকাশ করিলেন। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। পর দিন প্রাতঃকালে গিয়া দেখি, নিরঞ্জন পরলোক গত হইয়াছেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মৃত্যুর পূর্ব্বে "যীশুর ক্রুশ" এই কথা ভিন্ন তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার শেষ দশা অতিশয় আশাদায়ক। জীবনকালে তাঁহার ব্যবহারে বন্ধুবান্ধবেরা যেমন অসুখী ছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসে তেমনি সন্তুষ্ট হয়েন।

৪৪। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১৮৭৬ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখে বাদুড়িয়াতে শশী বাবু পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন মিশনরি সোসাইটী বাদুড়িয়াতে একটী নূতন মিশনষ্টেশন খুলেন। শশী বাবু এই স্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েন। তিনি এখানে ছয় মাসের অধিক কাল বাস করিতে পারেন নাই। হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। মৃত্যু সময়ে তিনি স্ত্রী পুত্র কাহাকেও দেখিতে পান নাই।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটীর বেহালার ইংরাজী বিদ্যালয়ে

শশী বাবু বিদ্যাভ্যাস করেন। এই স্থানেই ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ান হইবেন, তাঁহার পিতা ইহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত তাড়না আরম্ভ করেন। এমন কি, কোন২ দিন তাঁহাকে প্রহারিত ও বিবস্ত্র হইয়া বাঁশবনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এত তাড়না সহ্য করিয়াই শশী বাবু পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মিশনরিদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপযুক্ত সময়ে পাদরি পেন সাহেব তাঁহাকে বাপ্তিস্ম সংস্কার প্রদান করিয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীতে গ্রাহ্য করেন। শশী বাবু যে প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, তাহা আপনার জীবনদ্বারা যথেষ্ট সপ্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর ভবানীপুরে বাস করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে এক ব্যক্তিও তাঁহার শত্রু ছিল না। সকলেরই সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৭৬ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখের প্রাতঃকালে বারুড়িয়ার বাজারের দোকানদারদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করেন। বেলা আন্দাজ দশটার সময়ে নন্দবাবু নামক বারুড়িয়ার জনৈক ভদ্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তাঁহার সহিত জীবনের অনিশ্চয়তাসম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা করেন। তখনও শশী বাবু জানিতেন না যে, সেই দিন তাঁহাকে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তাঁহার পীড়া আরম্ভ হয়, ক্রমে২ এই পীড়া এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। পরিবারের নিকট সংবাদ পাঠাইবার কোন সুবিধা ছিল না। আর সংবাদ পাঠাইলেও তাঁহার পরিবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহা শশী বাবু বুঝিয়াছিলেন। যাঁহার সহিত প্রাতঃকালে জীব-

মের অনিশ্চয়তাসম্বন্ধে কথা হইয়াছিল, সেই নন্দ বাবু তাঁহার পীড়াসংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্বরায় দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েন। শশী বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"দেখুন, মহাশয়, প্রাতঃকালে আমরা জীবনের অনিশ্চয়তাসম্বন্ধে কথা কহিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছেন, আমি মরিতেছি।" তৎপরে তিনি স্বীয় বন্ধু পূর্ণ বাবুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিলেন,—"আমার স্ত্রীকে বলো যেন, আমার পুত্র ও কন্যাকে ঈশ্বরের ভীতিতে প্রতিপালন করেন। আর আমার ঋণ যেন সমস্ত পরিশোধ হয়।" ইহাই শশী বাবুর শেষ কথা; আর কোন কথা কহেন নাই। আন্দাজ রাত্রি ১১টার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৪৫। যোহন সরকার।

ইনিও ১৮৭৬ সালের নবেম্বর মাসে পরলোক প্রাপ্ত হন। খ্রীষ্টীয়ান ভার্ণেকিউলার সোসাইটী সংক্রান্ত ভবানীপুরের কয়েকটী পাঠশালার শিক্ষকতাপদে যোহন নিযুক্ত ছিলেন। ইনি যশোহরস্থ ব্যাপ্তিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য। কার্য্যোপলক্ষ্যে ভবানীপুরে ছিলেন। তিনি নানা প্রকার পীড়ায় ক্লিষ্ট হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুশয্যার নিকটে আমরা উপস্থিত ছিলাম। তিনি যে প্রকৃতভাবে খ্রীষ্ট যীশুর দাস হইয়াছিলেন, মৃত্যুশয্যায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত প্রার্থনা করিতে ভাল বাসিতেন। যে তাঁহাকে দেখিতে যাইত, তাহাকেই তিনি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন। মৃত্যু-

শয্যায় শায়িত হইয়া তিনি কত বার বলিয়াছিলেন,—" আমি স্বর্গে যাইতেছি। স্বর্গের দূতগণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন। আমার মন স্থির আছে। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ লালায়িত হইতেছে।" এই প্রকার আশাযুক্ত অনেক কথা পুনঃ২ বলিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের আশা এই যে, তিনি এক্ষণে স্বর্গে সাধুদিগের সঙ্গে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

৪৬। আচার্য্য সূর্য্যকুমার ঘোষ।

১৮৭৮ সালের ২১শে মে তারিখে ভবানীপুর মণ্ডলীর সুবিখ্যাত উপদেশক সূর্য্যকুমার ঘোষের মৃত্যু হয়। প্রায় নয় মাস পর্য্যন্ত ইনি পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এই নয় মাস পীড়াশয্যা তাঁহার সুখের শয্যা হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, গীত শ্রবণ ও নানা প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন।

সূর্য্যবাবু ভবানীপুর, (বেলতলা) নিবাসী বাবু ভোলানাথ ঘোষের একমাত্র পুত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভোলানাথ বাবু প্রিয় সন্তানটীকে ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনরি সোসাইটীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্থানেই সূর্য্যবাবু সত্যধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট যে একমাত্র ঈশ্বর ও পাপির পরিত্রাণকর্ত্তা, তাহা জ্ঞাত হন। পুত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করে, ভোলানাথ বাবু ইহা জ্ঞাত হইয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হন, ও সূর্য্যকুমারকে বারাণসীতে পাঠাইয়া দেন। সেখানেও তিনি খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করেন নাই। সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং প্রার্থনা করিতেন। কাল

ক্রমে ভোলানাথ বাবুর ক্রোধ বিচূর্ণিত হইল। তিনি পুত্রকে আবার ভবানীপুর মিশনরি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ১৮৫২ সালে তিনি বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণদ্বারা মণ্ডলীভুক্ত হয়েন।

১৮৭৭ সালের জুলাই মাসহইতে সূর্য্যবাবু পীড়াগ্রস্ত হয়েন। ১৮৭৮ সালের ২১শে মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই দীর্ঘকাল পীড়াশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি যে প্রকার ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি দায়ূদের গীতপুস্তক সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। তাঁহাকে যে অবিলম্বে জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর যেরূপ দীর্ঘ ও স্থূল ছিল, তাহা দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা হাস্য করিতেন। পীড়াশয্যায় গীত পাঠ করিতে ও শ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম গায়কদিগকে আপন গৃহে লইয়া যাইতেন ও আনন্দসহকারে গীতশ্রবণ করিতেন। এই পীড়া শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই এক সময়ে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হয়। আমি ও প্রাণনাথ বাবু উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অন্যান্য কথার পর বলিলেন,—"দেখ, এ বার যদি ঈশ্বর আমাকে বাঁচান, তাহা হইলে, প্রভুর অনুগ্রহে, মানুষ কি প্রকার হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে চাই।" তৎপরে তিনি আবার বলিলেন,—"আমার পীড়া দূর করিবার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি না। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা এই, যেন আমি তাঁহার দত্ত শক্তিতে এই সমস্ত কষ্ট

সহ্য করিতে পারি। প্রভু আমাকে দুঃখরূপ অগ্নিতে ফেলিয়া খাঁটি করিতে চান।" তাঁহার জ্বররোগ আরোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও তৎপ্রযুক্ত দুর্ব্বলতা আরোগ্য হয় নাই। এই পীড়াহইতে যৎকিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া এক বারমাত্র সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে দ্বার রুদ্ধ হইলেও যীশু তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক, এই মূল বচন অবলম্বন করিয়া তিনি একটী চমৎকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যীশুকে পশ্চাতে রাখিয়া, কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিও না, তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে প্রস্তুত আছেন, এই দুইটী বিষয় তাঁহার উপদেশের প্রধান বিভাগ ছিল। উপদেশ দানের পর তিনি বলিলেন,—"এই বিষয়ে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, এই বিষয়ে আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই সুসমাচারপূর্ণ উপদেশ তাঁহার শেষ প্রচার। আরোগ্য হইলে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক গুলি উপদেশ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপদেশ গুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্র উপদেশেই যে সমস্ত উত্তম ও গভীর ভাব রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিমোহিত হইতে হয়। পীড়া শয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি পরোপকার ব্রত বিস্মৃত হয়েন নাই। সুস্থ অবস্থায় যেরূপ, অসুস্থ অবস্থায়ও তদ্রূপ পরোপকাররূপ ব্রত পালন তাঁহার অত্যন্ত আনন্দজনক ছিল। হিন্দু হউক, আর মুসলমান হউক, কাহারও উপকার করিতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যে দিন রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে ৯টার সময়ে এক জনের কর্ম্মের জন্য যীশুভক্ত মর্নাকুফ্ সাহেবকে

চিটী দিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে সেরূপ বল ছিল না, নতুবা কর্ম্মপ্রার্থী ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়াই সাহেবদের নিকট উপস্থিত হইতেন। তাঁহার স্বভাবে যে সমস্ত চমৎকার গুণ ছিল, তাহা পীড়াশয্যায় বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মভাব, সহৃদয়তা ও অমায়িকতা দেখিলে মোহিত হইতে হইত।

দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সাধুপুরুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাঁহার মৃত্যু হঠাৎ হইয়াছিল। এমন কি, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ডাক্তার পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, সূর্য্য বাবু মরিতেছেন। মৃত্যু সময়ে পরম বন্ধু ব্রজমাধব বাবু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কেবল "আমার ঈশ্বর," এই কথাটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

৪৭। সৌদামিনী দাস।

ইনি ভবানীপুর নিবাসী বাবু মধুসূদন দাসের সহধর্ম্মিণী। সৌদামিনী জনৈক খ্রীষ্টীয়ানের কন্যা; সুতরাং নিতান্ত শিশুকালহইতে প্রভুর সুসমাচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এক দিন তিনি জনৈক হিন্দু বালিকাকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্নানাহ্নিক না হওয়াতে বালিকাটী সৌদামিনীর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থা হয়। এই সময়ে তাঁহার মনে হইল, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দু বালিকা ত আমা অপেক্ষা ভাল। স্নানাহ্নিক না হওয়াতে এ আমার অনুরোধ রক্ষা করিল না। এ প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের

লক্ষণ। আমি খ্রীষ্টীয়ান বালিকা, জীবনদায়ক সুসমাচার শ্রবণ করিয়াছি, খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দি, কিন্তু আমার ভক্তি কোথায়? আমার কার্য্য দেখিয়া কি আমাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া লোকে জানিতে পারিবে? মনে এইরূপ ভাব উপস্থিত হওয়াতে, তিনি প্রার্থনা, পাঠ ও উপাসনালয়ে গমন করিতে বিশেষ যত্নবতী হইলেন। এই অবধি তিনি প্রকৃতরূপে খ্রীষ্টের দাসী হয়েন।

১৮৭৮ সালের ২৪ নবেম্বর তারিখে সৌদামিনী পীড়িতা হয়েন। ২৫ তারিখে তাঁহার পীড়া গুরুতর বোধ হওয়াতে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পীড়া উপশম হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহা আবার বৃদ্ধি হইল। ২৬শে নবেম্বর রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট গমন করেন।

পীড়াশয্যা তাঁহার সুখের শয্যা হইয়াছিল। যাঁহার মনে প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, কোন অবস্থায় কেহই তাঁহার মন হইতে শান্তি হরণ করিতে পারে না। সৌদামিনীর পীড়াশয্যা ইহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি যে এত অল্প বয়সে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা কেহ স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। কিন্তু পীড়া হইবামাত্র সৌদামিনী স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইবার প্রভু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠে বিশেষ মনোযোগিনী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস তিনি নিজ হস্তে নিম্নলিখিত ধর্ম্মপুস্তকের দুইটী পদ নকল করেন। ইহাই তাঁহার হস্তের শেষ লিপি।

১। "আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্তে একবার মরণ, তাহার পর বিচার নিরূপিত আছে, তদনুসারে খ্রীষ্টও একবার

অনেকের পাপভার বহনার্থ বলিরূপে দত্ত হওয়াতে দ্বিতীয় বার (ভার) ব্যতিরেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপেক্ষাকারিদিগকে দর্শন দিবেন।"

২। "আমাদের সহিত খ্রীষ্টের প্রেমের বিচ্ছেদ কে জন্মাইতে পারে? কি ক্লেশ, কি সঙ্কট, কি তাড়না, কি দুর্ভিক্ষ কি বস্ত্রহীনতা, কি বিপদ, কি খড়্গ, ইহারা কি পারিবে? যেমন লিপি আছে, 'আমরা তোমার নিমিত্তে সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে আছি;' ছেদনীয় মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি। কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহাদ্বারা আমরা এই সকলেতে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হই। কেননা আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু, কি জীবন, কি স্বর্গস্থ দূত, কি অধিপতি, কি বাহিনী, কি বর্ত্তমান বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, কি উচ্চপদ, কি নীচপদ, আর যে কোন সৃষ্ট বস্তু হউক, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছেদ করিতে পারিবে না।" (রোম ৮; ৩৫-৩৯।)

বুধবার সায়ংকালে সৌদামিনী পরলোক গমন করেন। প্রাতঃকালে তিনি দায়ূদের গীতপুস্তকের ৬১ গীত পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিজের অঙ্গুলি হইতে বিবাহের অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া স্বামীকে দিয়া বলিলেন,—"ইহাতে আমার দরকার নাই, তোমার দরকার হইবে।" এই দিন বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় একটী নূতন উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সময় সন্নিকট হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"হে ঈশ্বর, আমি বড় পাপী, তুমি আমাকে চরণে স্থান দাও।" স্বামীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার্থ বলিলেন,—

"আমার জন্য কেঁদো না, আমি ঈশ্বরের কাছে যাইতেছি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তোমার হাতে শেষ জল দাও।" এই কথা বলিবার পর ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাবুকে বলিলেন,—"বাবু রহিলেন, আপনি তাঁহাকে দেখিবেন।" তৎপরে স্বামির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আমি কাহারও কিছু ধারি না।" এই কথা বলিবার পর তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করান হইল। ইহার পর তিনি পাঁচ মিনিট মাত্র ইহ জগতে ছিলেন। "যাঁহারা প্রভুতে মরেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য।"

৪৮। বিধুমুখী বসু।

ইনি ভবানীপুর মণ্ডলীর সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী বাবু ব্রজমাধব বসুর সহধর্ম্মিণী। আমরা ইহাঁকে অনেক দিন হইতে জানিতাম। উপাসনালয়, ইহাঁর বিশেষ আনন্দের স্থান ছিল। উপাসনালয়ে তিনি সর্ব্বদা একই স্থানে বসিতেন। সেই স্থানটী শূন্য দেখিলে, এখনও তাঁহার কথা আমার মনে পড়ে। তিনি কলিকাতাস্থ বাবু কৈলাশ চন্দ্র বসুর কন্যা। ইনি শিশুকাল হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি পতিসেবায় রত ও সর্ব্বদা স্বামির আজ্ঞাপালনে তৎপর ছিলেন।

ওলাউঠা রোগে অকস্মাৎ বিধুমুখীর মৃত্যু হয়। পীড়া হইবার পর দিন, বোধ হইল, তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন। কিন্তু ক্ষণেক পরেই, পীড়া এমন বাড়িয়া উঠিল যে, সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। তাহার বাঁচিবার কোন আশা নাই, ব্রজ বাবু ডাক্তারের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া, স্বয়ং অনতিবিলম্বে স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া বলিলেন,—"দেখ, মানুষের যত দূর সাধ্য, করা হইয়াছে,

তোমার বাঁচিবার আশা নাই। এক্ষণে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। তিনি ভিন্ন তোমার এখন আর কেহ কিছু করিতে পারিবে না।" তিনি এই কথা শুনিয়া, পিতামাতাকে দেখিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন ও স্বামীকে বলিলেন,—"সুশীল রইলো, দেখো। তোমাকে কত বিরক্ত করেছি, এক্ষণে আমায় ক্ষমা কর। আমার পেটে বড় বেদনা হইয়াছে, ইহা দূর করিবার জন্য কি কিছু করিতে পার?" তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"সে মনুষ্যের অসাধ্য। প্রভু ভিন্ন তোমার কোন উপায় নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত ও করযোড়ে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা মাতা উপস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আর এ জগতে সে চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই।

৪৯। হেমাঙ্গী দত্ত।

হেমাঙ্গী খুলনিয়া নিবাসী বাবু গগনচন্দ্র দত্তের কন্যা। শিশুকালহইতেই হেমাঙ্গী ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গগন বাবু কলিকাতাস্থ মিস্ লেসলির বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে রাখিয়া দেন। এই স্থানে সে নিয়মিত রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও লেখা পড়া শিক্ষা করে। হেমাঙ্গীর জন্ম হইলেই গগন বাবু তাহাকে ঈশ্বরের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গী পিতৃগৃহে পীড়িতা হয়। পীড়া হইলেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যে শীঘ্রই তাহাকে জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস সে আপন ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবেশী-

দিগের কয়েকটী বালককে নিম্নলিখিত পদ অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিয়াছিল ;—"দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি ; কেহ যদি আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।" (প্রকা ৩ ; ২০।)

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ঠা জুন মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১১ টার সময়ে হেমাঙ্গী পরলোক প্রাপ্ত হয়। ২৬ মে রবিবারে তাহার জ্বর হয়, ইহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। পীড়াশয্যায় সে এক দিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, মরণ কি সহজ?" পিতা উত্তর করিলেন,—"যাহারা যীশুতে মরে, তাহাদের মরণ অত্যন্ত সহজ।" এই কথা শুনিয়া হেমাঙ্গী গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আমার জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ।" কন্যার পীড়া গুরুতর হইয়াছে, আর রক্ষা পাইবে না, পিতা ও মাতা ইহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিলেন,—"হে পিতঃ, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। আমাদিগের কন্যাটীকে তোমারই নিকটে গ্রহণ করিলে, এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া যেন আমরা শোক সম্বরণ করিতে পারি, এমন অনুগ্রহ কর।" এই সময়ে হেমাঙ্গীর বাক্ রোধ হইয়া গিয়াছিল। পিতা মাতার সভক্তি প্রার্থনা শেষ হইলেই, হেমাঙ্গী বলিয়া উঠিল,—"মেষশাবকের বিবাহ, মেষশাবকের বি-বাহ। তিনি কহিলেন, এই দেখ, আমি সকলই নূতন করিলাম। প্রথম বিষয় সকল গত হইল। যীশু কহিলেন, আমি ক ও ক্ষ।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা নিকটে সরিয়া গিয়া বলিলেন,—"বৎসে হেমাঙ্গি, তুমি এখন স্বর্গের বিষয়

চিন্তা কর। অল্পক্ষণ পরে যে স্থানে যাইবে, সেখানে কোন প্রকার রোগ, শোক, দুঃখ কিছুই নাই।" এই কথা শুনিয়া হেমাঙ্গী নিম্নোদ্ধৃত গীতটী গান করিল।

" আহা কি বা দেশ, মনোহর দেশ,
রোগ শোক প্রবেশ করে না।
তথা জীবন বায়ু বয়, মৃত্যু নাহি হয়, নাহি কোন ভয় ভাবনা।

১। দূতগণ সনে মিলি ভক্তগণে,
গাইতেছে সদা আনন্দিত মনে ;
(জয় প্রভু যীশু—)
তাদের নাহি দুঃখ ক্লেশ, নাহি পাপলেশ,
সতত সুখে মগনা।

২। চন্দ্র সূর্য্য তথা নাহি প্রয়োজন,
ঈশ্বরই সতত দিতেছেন কিরণ ;
(অপূর্ব্ব কিরণ—)
তথা রাত্রি নাহি হয়, সদা আলোকময়,
অন্ধকার কভু হয় না।

৩। যত ভক্তগণ করয়ে গমন,
এ সংসার ত্যজি প্রভুর সদন ;
(স্বর্গধামে—)
যীশু তাদের নেত্রবারি, আপনি নিবারি,
মনেতে দিবেন সান্ত্বনা।

৪। এ পাপ সংসারে পাপ তাপ হেরে,
ব্যাকুলিত যবে হও হে অন্তরে ;
(প্রিয় ভ্রাতৃগণ—)
তখন করহ স্মরণ স্বর্গীয় ভবন,
ঘুচিবে মনোবেদনা।"

গীতটী সমাপ্ত হইলে কোন ভ্রাতা জিজ্ঞাসিলেন,—“যীশু কে?” হেমাঙ্গী উত্তর করিল,—“যীশু আমার ঈশ্বর এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।” উক্ত ভ্রাতা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—“বৎসে, যীশু এখন কোথায়?” হেমাঙ্গী বলিলেন,—“তিনি এখন স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন; এবং আমাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।” কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—“যীশু কহেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস। আমরা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিব। আর কাহার পশ্চাৎ গমন করিব না। আর কোথাও যাইব না।” এই কথা বলিবার পর হেমাঙ্গী চক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া বলিল,—“এখানে।” ইহাতে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসিলেন,—“মা, তোমার কি যাতনা বোধ হচ্চে।” এই সময়ে হেমাঙ্গী প্রার্থনা করিতেছিল, প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, সে উত্তর করিল “না।” এই রূপ কথোপকথনের পর সে কয়েকটী সুন্দর ২ গীতগান করিল। গীতগান সমাপ্ত হইলে, এক জন ভ্রাতা পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“যীশু কে?” হেমাঙ্গী পূর্ব্বের ন্যায় বলিল,—“যীশু আমার ঈশ্বর এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। “যীশু কে?” এই প্রশ্ন তৃতীয় বার করা হইলে, হেমাঙ্গী উত্তর করিল,—“যীশু আমার ঈশ্বর এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমার নিমিত্ত স্থান প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, তিনি আমাদের নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যীশুকে ধরিলে সকল পাপের ক্ষমা হয়, যীশু বই আমাদের আর কোন উপায় নাই, যীশু আমার জন্যে সব করেছেন।” কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল,—“ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন বিনষ্ট না

হইয়া অনন্তজীবন পায়। যীশু কহেন, যে কেহ আমার নিকট আইসে, আমি কোন ক্রমে তাহাকে দূর করিব না। যাহারা তাঁহার নিকটে যায়, তিনি কোন ক্রমে তাহাদিগকে দূর করিবেন না।” পাঁচ মিনিট কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—“পেণ্টিকোষ্ট দিনে অনেক লোকের মনঃপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, শত ২ যিহূদি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, হাজার ২ যিহূদি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল।” এই কথা বলিয়া সে করযোড়ে প্রার্থনা করিল। “হে প্রভো,” এই কথা ভিন্ন আর কোন কথা শ্রুত হয় নাই। প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে অল্পক্ষণ পরে পুঁটী নাম্নী একটি বালিকার নামোচ্চারণ করিয়া “পুঁটী ২,” বলিয়া দুই বার ডাকিল, কিন্তু পুঁটী সে সময়ে উপস্থিত ছিল না। তাহাকে ডাকাইয়া আনাইলে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, -“পুঁটি, আমি স্বর্গে যাচ্ছি। তুই আমার জন্য কান্দিস্ না।” পুঁটীর সহিত কথা সমাপ্ত হইলেই তাহার খুড়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিল,—“খুড়ী, তুমি কেন খ্রীষ্টীয়ান হও না? খ্রীষ্টীয়ান হও।” তৎপরে হেমাঙ্গীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকটে আনীত হইলে, -“খোকা বাবু, খোকা বাবু” বলিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে এক জন ভ্রাতা জিজ্ঞাসিলেন,—“হেমাঙ্গি, পবিত্র আত্মা কি এখন তোমাতে আছেন?” হেমাঙ্গি বলিল,—“আছেন।” পরে বলিল,—“পবিত্র আত্মার কার্য্য বড় চমৎকার।” যিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি হেমাঙ্গীর উত্তর স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“কি বলিলে?” হেমাঙ্গী উত্তর করিল,

"পবিত্র আত্মার কার্য্য বড় চমৎকার। পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ কখনই ক্ষমা হয় না। অবিন্, যোগিন্, তোমরা পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না। হে ছোট২ বালক, বালিকা, পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না। মতি মামা, পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না। মা, বাবা, পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না। কেহ পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না।" পরে প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিল, "হে প্রভো, আমাদের হইতে তোমার পবিত্র আত্মাকে লইও না।" প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে বালিশ ধরিয়া বলিল,—"হে পবিত্র আত্মা, আমাকে লইয়া যাও।" কিয়ৎ ক্ষণ পরে "যীশু কে?" এই প্রশ্ন চতুর্থবার জিজ্ঞাসিত হইলে, সে বলিল, —"যীশু আমার ঈশ্বর এবং অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা; তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হইয়াছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁহার উপর নামিয়া আইসেন, তিনি ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন, কবরস্থ হয়েন, পরে তৃতীয় দিবসে উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ চমকিত ভাবে বলিল, —"বাবা, দেখ্‌তে পাচ্ছ, বাবা, দেখ্‌তে পাচ্ছ? ঐ কি?" পিতা বলিলেন,—"মা, তুমি যীশুর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি সত্য কাণ্ডারী। তিনি তোমাকে মৃত্যুনদী পার করবেন।" এই কথা শুনিয়া হেমাঙ্গী বলিল,—"যীশুই কাণ্ডারী, জয় যীশু নামের জয়, তোমরা বল, যীশু নামের জয়।" এই কথার পর হেমাঙ্গী আর দুই একটী গীত গান করিল। দায়ূদের গীতের ২৩ গীত তাহার মুখস্থ ছিল। তাহা সুন্দররূপে এই সময়ে আবৃত্তি করিল। পিতা জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, যীশুতেই শান্তি।" হেমাঙ্গী উত্তর করিল, "হাঁ, যীশুতেই শান্তি, প্রেম, অনুগ্রহ।" স্বর্গের দিকে

তাহার মন বিশেষ আকর্ষিত হইয়াছিল, সে স্বর্গের বিষয় গান গাহিতে, কথা বলিতে ও শুনিতে বড় ভাল বাসিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে এক ভ্রাতা তাহার সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে শরীরে অকথ্য যাতনা থাকিলেও, সে স্থিরভাবে প্রার্থনাতে যোগ দিল, প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, সে স্বয়ং প্রার্থনা করিল,—"হে প্রভো, আমাকে দয়া কর। আমাকে তোমার নিকটে স্থান দাও।" ইহাই তাহার শেষ কথা। এই রূপে ১৪ বৎসরের একটী বালিকা প্রভুর নামে ডঙ্কা মারিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে। সন্তান সন্ততিদিগকে প্রভুর দাস ও দাসী হইতে শিক্ষা দেওয়া কেমন আনন্দকর, তাহা হেমাঙ্গীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষা করা উচিত। যে বালবৎ সরল বিশ্বাসিদিগকে যীশু স্বর্গরাজ্যের অধিকারী বলিয়াছেন, হেমাঙ্গীর বিশ্বাস তদ্রূপ ছিল। আমাদের দেশের কত বালক বালিকা অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হয়, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে অন্ধকারময় দেশ। তাহারা স্বর্গ ও ঈশ্বর কিছুই জানে না; তাই মরিতে ভয় করে। কবে তাহারা হেমাঙ্গীর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে?

৫০। রামগতি।

বাখরগঞ্জ জিলার অধীন মান্দ্রা গ্রামে রামগতির জন্ম হয়। ১৮৪৬ সালে কাঙ্গালী নামক জনৈক বিশ্বস্ত খ্রীষ্টীয়ান তথায় সুসমাচার প্রচার করেন। ইহাঁর প্রচারের ফল স্বরূপে মান্দ্রাস্থ কতকগুলি লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কাঙ্গালীর প্রমুখাৎ সুসমাচার শ্রবণ করিয়া রামগতির খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস হয়। রামগতি নিতান্ত দরিদ্র ছিল।

১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাসে পেজ সাহেব এই স্থান দর্শনার্থ গমন করেন। যাহারা জলসংস্কার গ্রহণ করিয়া মণ্ডলী-সম্ভুক্ত হইয়াছে, সাহেব তাহাদিগের আচার ব্যবহার খ্রীষ্টীয়ানের উপযুক্ত কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি রামগতি নামক দরিদ্র বালকটীর আচার ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হন। এই সময়ে রামগতি পীড়িত ছিল, সে এক দিন সাহেবের বজরায় আসিয়া সাহেবকে বলিল,—"যীশু খ্রীষ্ট যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ভাল করিতে পারেন। তিনি প্রেমে আমাকে যে শাস্তি দিতেছেন, তাহার জন্য আমি বচসা করিব না।" সাহেব তাহাকে বলিলেন,—"তোমার যেরূপ ভয়ঙ্কর পীড়া হইয়াছে, না বাঁচিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তুমি কি ধর্ম্মপুস্তকের কোন সান্ত্বনাদায়ক বচন আবৃত্তি করিতে পার?" রামগতি কখন বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই। সে প্রচারকদিগের মুখে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শুনিয়া অনেক বচন অভ্যাস করিয়াছিল। সাহেবের কথার উত্তরে রামগতি বলিল,—"তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক, আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসাবাটী আছে।"

মান্দ্রাহইতে প্রত্যাগমন কালে সাহেব রামগতিকে সঙ্গে লইয়া বরিশালে উপস্থিত হয়েন। বরিশালে অবস্থিতিকালে রামগতি স্বীয় আচার ব্যবহার দ্বারা খ্রীষ্টীয়তার যথেষ্ট প্রমাণ দেয়। ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে কোন কার্য্য উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী হাটে গমন করে। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তাহার প্রথম জ্বর হয়। ক্রমে ২ পীড়া এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহার বাঁচিবার আর কোনই আশা রহিল না। তাহার মাতা ও ভগিনী ইহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল—কিন্তু রামগতি তাহাদিগকে

সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিল,—"কাঁদিও না, আমি যীশুর নিকট যাইতেছি; তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, তোমাদের দুঃখ ও চক্ষের জল আমার শীঘ্র গমনের প্রতিবন্ধকমাত্র। আমি সাহেবকে দেখিতে চাই। স্বপ্নে যেন দেখিয়াছি, সাহেব এখানে রহিয়াছেন। আমি গমন করিলে তিনি তোমাদের ভার লইবেন। আমি সুখস্থানে যাইতেছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বীয় মাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"ঐ থানে একটী দোয়াত পাইবে। (দোয়াতটীর মূল্য ছয় পয়সামাত্র ছিল) আমি যখন বরিশালে ছিলাম, সরকার মহাশয়ের পুত্র ওটা আমাকে দিয়াছিল। শুনিয়াছি, এই জন্য তাহার পিতা তাহাকে বড় মারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়াছি। অনেক দিন হইতে সেই দোয়াতটী ফিরাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কোন বিশ্বাসী লোক এ পর্য্যন্ত সেখানে যায় নাই। মা, আপনি ইহা তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই দিবেন।"

মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া রামগতির মাতা ও ভগিনী নিকটে আসিলেন। রামগতি তাঁহাদিগকে বলিল,—"আইস, আমরা প্রার্থনা করি।" সকলেই জানু অবনত করিয়া প্রার্থনা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে রামগতি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল;—"মা, আমাকে তুলিয়া ধরুন, আমি শুইয়া শুইয়া প্রার্থনা করিব না।" এই কথা শুনিয়া তাহার মাতা ও ভগিনী তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন এবং সে পরিত্রাণকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা করিতে২ তাহার বাক্‌রোধ হইল। আর কেহ রামগতির সহিত কথা কহে নাই, রামগতিও কাহার সহিত কথা কহিতে পারে নাই।

রামগতি ধন্য। নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উচ্চতর ধামের অধিকারী হইল।

৫১। রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ বাথরগঞ্জ নিবাসী, দরিদ্র ও নিরক্ষর। মৃত্যুর আট নয় মাস পূর্ব্বে এই ব্যক্তি খ্রীষ্ট যীশুকে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করে। কিন্তু তাহাকে অনেক তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, জমীদার এই কথা শুনিতে পাইয়া, তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া দেয় ও হাল, গোরু, ধান্য, বস্ত্র, যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লয়। এত তাড়না হইলেও রামকৃষ্ণের বিশ্বাস চঞ্চল হয় নাই। তাহাকে স্থিরচিত্ত দেখিয়া তাড়নাকারিগণ পরিশেষে ক্ষান্ত হইল। রামকৃষ্ণ প্রকৃতরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। পারমার্থিক বিষয়ে তাহার মন বিশেষরূপে আসক্ত ছিল। ভজনালয়ে গমনে তাহার প্রায় ত্রুটি হইত না। সে মনোযোগপূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ করিত ও সভাভঙ্গের পর উপদেশকের সঙ্গে তদ্বিষয়ে অনেক কথা কহিত।

গ্রামস্থ ভজনালয়ে উপাসনা করিতে২ রামকৃষ্ণের পীড়া বোধ হইল। তাহার আত্মীয়েরা এই অসুখ বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। রামকৃষ্ণ যে এই পীড়াতে ইহলোক পরিত্যাগ করিবে, তাহা কেহই মনে করে নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণ নিজে বুঝিয়াছিল যে, তাহাকে এই বার প্রভুর নিকট যাইতে হইবে। এই জ্ঞান হইলে সে সংসারিক বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়া মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে ধর্ম্মপুস্তক

পাঠ ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত। এক দিন উপদেশক তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—“কেমন আছ?” রামকৃষ্ণ উত্তর করিল,—“আমি স্বপ্নেতে আশ্চর্য্য গান শুনিয়াছি।—যেন স্বর্গীয় দূতেরা আমার শয্যার চারি দিকে গান করিতেছিলেন। আমি আর এক অপূর্ব্ব দর্শন পাইয়াছি,—যেন পরম সুন্দর তেজোময় যীশু আপনি আমাকে দর্শন দিলেন। এখন আমার মন আনন্দে প্রফুল্ল হইয়াছে। তুমি এক২ বার আমার সঙ্গে প্রার্থনা কর। কেননা মৃত্যু আসিতেছে, তাহা আমি টের পাইতেছি।” উপদেশক বলিলেন,—“ভাই, তুমি নিজে প্রার্থনা কর, নিজে যীশুকে ডাক।” এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ অশ্রুপাতের সহিত প্রভুর হস্তে আপন আত্মা সমর্পণ ও পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ প্রার্থনা করিল। এই প্রার্থনার সময়েই সকলের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

“ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, ও তাহার শেষাবস্থার তুল্য আমার শেষাবস্থা হউক।” (গণনাপুস্তক ২৩; ১০।)

৫২। দর্শী।

কোন এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া দর্শী খ্রীষ্টধর্ম্ম জ্ঞাত হয়। দর্শীর অনেক বয়স হইয়াছিল, সে লেখা পড়াও জানিত না। খ্রীষ্টীয়ান হইবার পর তাহার অক্ষর পরিচয় হয়। পরে সে ধর্ম্মপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারিত। দর্শীর এইরূপ উন্নতি দেখিয়া কলিকাতা মির্জাপুরের চর্চ্চমিশনরী সোসাইটীর মিশনরীগণ

তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ের ভার তাহার হস্তে প্রদান করেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া দর্শী বলিয়াছিল,—"আমি আর এই পৃথিবীতে থাকিতে চাহি না। অনেক কষ্টে পরিত্রাণকর্ত্তাকে পাইয়াছি। সুখের অন্বেষণে কত ঘুরিয়াছি। অবশেষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রাপ্ত হইয়াছি ও সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণ লইয়াছি।" দর্শী যেমন জীবনে, তদ্রূপ মরণেও প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়াছে। যাহারা প্রভুতে নিদ্রাগত হয়, তাহারাই ধন্য।

৫৩। রামকৃষ্ণ শিরোমণি।

হাবড়ার টমাস্ সাহেবের বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ শিরোমণি বিদ্যাভ্যাস করেন। এ বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তনের কারণ। ১৮৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্ট মণ্ডলীভুক্ত হন।

১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে রামকৃষ্ণ শিরোমণি জ্বর রোগাক্রান্ত হয়েন। এই পীড়াই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। পীড়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিবার পর তিনি সমুদ্রে জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন। যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। কলিকাতায় আসিয়া এক দিনমাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি যে প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন, ও নিজ আত্মা ঈশ্বরের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—"প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আইসুন,

শীঘ্রই আইস্থন।" প্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন; শীঘ্রই তাঁহাকে এই পরীক্ষাপূর্ণ জগৎ হইতে আপনার ক্রোড়ে লইয়াছেন।

৫৪। নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইনি আগড়পাড়াস্থ বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ছিলেন। ৭।৮ বৎসর এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান তিনি এই খানেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সত্য, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঘটনা-বক্রমে বাপ্তাইজিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। বাপ্তাইজিত হইয়া খ্রীষ্ট মণ্ডলীসম্ভুক্ত হইতে তাঁহার বরা-বরই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতার প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন, নিজ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পীড়া হয়। মিশনরীরা নবীনের পীড়া-সংবাদ শ্রবণ করিয়া এক জন প্রচারককে প্রেরণ করেন। প্রচারককে দেখিয়া নবীন বড় সন্তুষ্ট হন এবং পরিত্রাণের নিমিত্ত যে সম্পূর্ণরূপে যীশুরই উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করেন।—মৃত্যুকালে কেবল ক্রুশে হত যীশুকে স্মরণ করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৫৫। কানাইলাল ঘোষ।

ইনি এক জন উড়িষ্যা দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান। ১৮৫০ সালের অক্টোবর মাসে ভবানীপুরের মণ্ডলীতে সুবিখ্যাত ডাক্তার মলেন্‌স সাহেবদ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েন। বঙ্গদেশে আগ-

মন করিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলশিক্ষা সকল যে উত্তমরূপে বুঝিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর হইতেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ কালে ডাক্তার মলেন্স কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজ ভাষায় তাহার উত্তর লিখিয়াছিলেন। প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর ১৮৫০ সালের বেঙ্গল অক্জিলিয়ারি সোসাইটীর রিপোর্টে ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়।

১। "হিন্দু ধর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিতেছ?"

উত্তর। বিষ্ণুর দশটী অবতারের বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন অবতারই পাপীর জন্য কিছু করেন নাই। জগন্নাথ নিম কাষ্ঠের ও হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তিমাত্র। হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী আছেন। এই সকলই কোন প্রকারের না কোন প্রকারের পুত্তলিকামাত্র। শিশুকালে ছেলেরা নির্ব্বোধ অবস্থায় পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে; কিন্তু বয়স্ক হইলে সে সকল খেলা পরিত্যাগ করে। তদ্রূপ আমি যত দিন অন্ধ ছিলাম, নানা প্রকার পুত্তলিকাপূজা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে মঙ্গলময় প্রভু আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছেন। এখন আমি দেখিতে পাইতেছি যে, মূর্ত্তিপূজা ঈশ্বরাবমাননামাত্র। আমি তজ্জন্যই এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। হিন্দুরা বহু দূরস্থিত তীর্থ গমন, মালা জপন, দান, মন্ত্র পাঠ, বলিদানাদি নানা প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য, ধন, পুত্র ও পার্থিব সুখ লালসাতেই এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করা হয়। এ সকলই প্রবঞ্চনামাত্র। দেবতারা কখনই কাহাকে এ সকল বস্তু দান করিতে পারেন নাই, অতএব দেবতারা যে স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখ প্রদান করিবেন,

আমার এমন আশা নাই। এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মহইতে শান্ত বিবেক, এবং অন্তঃকরণে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে আমি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি।

২। "কে তোমাকে পরিত্রাণ করিবেন ?"

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে আসিয়া নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্টমতি লোকেরা তাঁহাকে ঘৃণা ও তাড়না করিয়াছে। এই যীশু প্রেমের সাগর। ইনি সমস্ত পাপিষ্ঠ সন্তানকে ভাল বাসিয়াছেন। অবশেষে ইনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বলিদান করিয়াছেন। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, যীশু খ্রীষ্টই আমাদের মহান্ পরিত্রাণকর্ত্তা। তিনি ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। তিনি আমার পরিত্রাণকর্ত্তা, আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছি; এবং তাঁহারই হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিয়াছি।

৩। "খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে কি অন্যত্র পরিত্রাণ আছে ?"

উত্তর। না; তাঁহা ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই, কেননা যীশু নাম ব্যতিরেকে আকাশের নীচে এমন কোন নামই নাই, যদ্দ্বারা পাপী পরিত্রাণ পায়।

৪। "তুমি কি নিজের ক্ষমতায় কোন উত্তম ও যাথার্থিক কার্য্য করিতে পার ?"

উত্তর। না; মানুষের স্বভাব ভ্রষ্ট এবং তাহার কার্য্য, চিন্তা ও কথা সর্ব্বদাই মন্দ। তজ্জন্য জানি যে, আমি নিজ চেষ্টায় পাপহইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি না; কিন্তু পিতা ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার আত্মাকে আমার অন্তঃকরণে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমার অন্তঃ-

করণ পবিত্র হইবে। আমি সৎকার্য্য করিতে পারিব, এবং মন্দ চিন্তা মনে আর থাকিতে পারিবে না।

৫। "প্রত্যেক সত্য খ্রীষ্টীয়ানের কি কর্ত্তব্য?"

উত্তর। সমস্ত প্রাণ ও আত্মার সহিত প্রভু পরমেশ্বরকে এবং প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করা প্রত্যেক সত্য খ্রীষ্টীয়ানের কর্ত্তব্য।

৬। "ইহ লোকে এবং পরলোকে খ্রীষ্টীয়ানের কি লাভ।"

উত্তর। এই জীবনে তাহাদিগের অনেক লাভ হয়। তন্মধ্যে প্রধান লাভ এই যে, তাহারা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত, এবং পবিত্র আত্মার শক্তি ও প্রেমদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে। ঈশ্বর তাহাদিগের পিতা, এবং তাঁহার পক্ষচ্ছায়াতে তাহারা সর্ব্বদাই নিরাপদ, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদাই সুখী। পরলোকে খ্রীষ্টীয়ানেরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট থাকিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিবে।

৭। "যাহারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করে, তাহাদের নিমিত্ত ঈশ্বর কি নিয়ম স্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাহার প্রকৃত অর্থই বা কি?"

উত্তর। সেই নিয়ম বাপ্তিস্ম সংস্কার। খ্রীষ্টধর্ম্ম পবিত্র, ইহাদ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মনুষ্যগণের শরীর যেমন জলদ্বারা পরিষ্কৃত হয়, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা অন্তঃকরণ তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থকে, ইহাতেই পরিত্রাণ সাধিত হয়।

উপরোক্ত প্রশ্ন কয়েকটী হইতে দৃঢ়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইনি বেসি লেখা পড়া জানিতেন না। অতি সামান্য উড়িয়ামাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে

বহুকাল থাকাতে বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিতেন। তিনি ভবানীপুরে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন।

১৮৮৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি পীড়াশয্যায় শায়িত হয়েন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বরাবরই তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ছিল যে, তিনি যে শীঘ্র জগৎ পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসাদি হইয়াছিল। তিনি অল্প আরোগ্যলাভও করেন। কিন্তু হঠাৎ বাতের পীড়া হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পদ স্ফীত হইয়া উঠে। বাতের চিকিৎসা আরম্ভ হইল, মধ্যে কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভও করিলেন। কিন্তু আবার অতি অল্প দিন পরেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষুধা একবারে হ্রাস হইয়া যায়। এই বারে আমরা সকলে বুঝিলাম যে, হয় ত প্রভু আর ইহাঁকে এ জগতে রাখিবেন না। তিনি ১৮৭৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর রাত্রি দুই প্রহর সাত মিনিটের সময়ে পরলোকগত হয়েন। বিশ্রামবার আরম্ভ হইল, তিনিও আপন প্রভুর নিকট অনন্ত বিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে যাইতাম, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া আমি খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। পীড়াশয্যা তাঁহার সুখের শয্যা ছিল, তিনি দীর্ঘকাল পীড়াভোগ করিয়াছিলেন। আট মাস কাল ক্রমাগত শয্যাগত থাকিলেও কখন কাতর হইয়া প্রভুর বিরুদ্ধে বচসা করেন নাই, সর্ব্বদা বলিতেন, "প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই সাজা দিয়া থাকেন। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই দেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এক সময়ে তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ, আমার অনেক সময় বৃথা

গিয়াছে। এ বার যদি প্রভু আমাকে আরোগ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষয় করিব। আমি তাহা পারিব। কেননা পুত্র কন্যাগণ সকলেই উপযুক্ত, আমার সংসার আমার উপার্জ্জনের উপর আর এখন নির্ভর করিতেছে না। ঈশ্বর আমার মতিকে বাঁচাইয়া রাখুন, আমাদের খাওয়া পরার ভাবনা নাই, আমি আর কোন কার্য্য করিব না। কেবল প্রভুর কার্য্য করিব।" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলাম, "দেখুন, আপনি বুঝিয়াছেন যে, আপনার এই অবস্থাতে প্রভুর মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে। আপনার কথা হইতে আমি আজ তাঁহার সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতেছি। কলিকাতায় অনেক প্রচারক আছে, কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতি দিন ধর্ম্মপ্রচার হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থানে অনেক উড়ে বেহারা ও দোকানদার আছে। তাহাদের নিকট প্রচার করিবার উপযুক্ত প্রচারক, বোধ হয়, কোন স্থানে নাই। আপনি ভাল হইলে যদি ইহাদের নিকট যাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা দেন, তাহা হইলে প্রভুর আশীর্ব্বাদে ইহাদের মঙ্গল হইবে।" তিনি নম্রভাবে বলিলেন,—"হাঁ, আমি তাহাই করিব।" অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রার্থনা করিয়া গৃহে আসিলাম। পীড়াশয্যায় তাহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, তাহাকেই তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

পীড়া সঙ্কট, এই কথা শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহাকে দেখিতে যান। কন্যাকে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"মা, আমার —।" আর কোন কথা কহিলেন না। তৎপরে জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদিগকে কাহার কাছে রেখে যাচ্ছো?" তিনি কহিলেন,—"কেন, ঈশ্বরের কাছে?" কিঞ্চিৎ কাল

নিস্তব্ধ থাকিবার পর, তিনি কন্যার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "মা, কিছু ভেব না, সংসার অনিত্য।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই। এ সময়ে তিনি অনেক কথা কহিতেন না। কথাবার্ত্তা করিয়া বুঝিলাম, সংসারের মায়া তাঁহার মৃদ্যুন হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ধর্ম্মপুস্তকের কোন অংশ কি পাঠ করিব?" তিনি কহিলেন,—"হাঁ, ইয়োবের পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ ভাগ পাঠ কর।" আমি দুই বার তাহা পাঠ করিলাম, তৎপরে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ের শেষভাগও পাঠ করিলাম। পাঠ হইলে আমি জিজ্ঞাসিলাম, "সব কি শুনিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার স্মরণশক্তি সে রূপ নাই। আবার পাঠ কর।" আমি আবার পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, "হাঁ, বড় শান্তিজনক কথা। স্বর্গের কথা।" তৎপরে আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, প্রার্থনা শেষ হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসিলেন, "প্রার্থনা কি শুনিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ, শুনিয়াছি বৈ কি?"

ইহার পর যে দুই দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তাহা এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায়। ৬ই শনিবার বেলা প্রায় ৪৷৷০ টার সময়ে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন, এবং এরূপ বিকার হইল যে, ডাক্তার একবারে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ২ তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর স্পন্দহীন হইল। তৎপরে সেই দিন ৭ই ডিসেম্বর বিশ্রামবারের প্রারম্ভে আপন সন্তান সন্ততিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেন। এই দিন বৈকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়। তাঁহার মৃতদেহ ভবানীপুর মণ্ডলীর যুবকগণ বহন

করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যে পুস্তকে তাঁহার মৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে, এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহাকেই এই পুস্তকের বিষয়ীভূত হইতে হইল। পাঠক, দেখ, জীবন কেমন অনিত্য। সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।—কটিবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত থাক, প্রভু যখন ডাকিবেন, তখন যেন "যে আজ্ঞা," বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পার। জীবনের অহঙ্কার করিও না, মাটীর মানুষ হও; কেননা তোমাকেও মাটী হইতে হবে।

এ জগতে সকলকেই এক দিন মরিতে হইবে। কেহ অমর নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের শান্তিতে ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়া পর জগতে যাইতে পারে, সেই ব্যক্তি ধন্য। মনুষ্য নিজ গুণে, নিজ কর্ম্মগুণে আসন্ন কালে আন্তরিক শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই প্রকার স্বর্গীয় শান্তির আকর যীশু খ্রীষ্ট। তিনি প্রত্যেক ভক্তের চিরবন্ধু, বিশেষ আসন্ন কালের বন্ধু। সেই সঙ্কটকালে কেবল তিনিই যাহার ভরসাস্থল, সেই সঙ্কটকালে তিনিই যাহার শিয়রে বসিয়া থাকেন, কেবল সেই ব্যক্তি শান্তিতে মরিতে পারে। যীশুভক্ত, যীশুদাস ব্যতীত আর কেহ মৃত্যুকালে মনে শান্তি ভোগ করিতে পারে না।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS AT THE BAPTIST MISSION PRESS, AND PUBLISHED BY THE BENGAL BRANCH OF THE CHRISTIAN VERNACULAR EDUCATION SOCIETY, 23 CHOWRINGHEE ROAD.

1880.